গানের কথা

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান

গানের কথা

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

অলির কথা শুনে বকুল হাসে	
অশ্রুতে মোর কান্নাতে মোর রুদ্রবীণার রুক্ষ লিখায় জাগো	
আকাশ মাটি ওই ঘুমালো ঘুমায় রাতের তারা	
আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে;	
আজও হৃদয় আমার পথ চেয়ে দিন গোনে	
আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে	
আমার জীবন যেন একটি খাতা শেষ ক'টি যার পাতা নেই	
আমার জীবনের এত খুশি এত হাসি আজ কোথায় গেল	
আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা	
আমি গান শোনাব একটি আশা নিয়ে	
আমি ঝড়ের কাছে রেখে আমার ঠিকানা	
আমি যাই চলে যাই যাই চলে যাই	
আমি যারে স্বপন দেখি সে কি দেখে আমারে	
আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি আমি মুগ্ধ এ চোখে	
আমি হতে পারিনি আকাশ	
আমিও পথের মত হারিয়ে যাব	
আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে	
আরও ভাল হত, যদি তুমি আর আমি	
আহা কৃষ্ণ কালো, আঁধার কালো, আমিও তো	
আহা পথ গিয়েছে অনেক দূর নেই বুঝি ঠিকানা তার	
আহা প্রজাপতি সকালে আলোয় এল কখন	
এ কি চঞ্চলতা জাগে আমার মনে ভালো লাগে কত ভালো লাগে	
এ ব্যথা কি যে ব্যথা বোঝে কি আন জনে	
এই পথ যদি না হয় শেষ হয় তবে কেমন হত তুমি বলতো?	
এই পূর্ণিমা রাত কিছু সুর কিছুটা আবেশ	
এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু,	
এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন	
এই রাত তোমার আমার এই চাঁদ তোমার আমার	

এক গোছা রজনীগন্ধা হাতে দিয়ে বললাম, চললাম।।	
এখানে সবই ভাল, আলোতে মিলায় কালো	
ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না	
ও আকাশ সোনা সোনা, এ মাটি সবুজ সবুজ	
ও দুটি আঁখি যেন পাখী লাগে	
ও বন্ধু, এই বকুলঝরা শ্রাবণ রাতে	
ও বাঁশীতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ	
ওই রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায় রে	
ওগো কাজলনয়না হরিণী, তুমি দাও না ও দু'টি আঁখি	
ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতেই খুশী আমার মন	
কান্দো কেনে মন রে কান্দো কেনে মন	
কাটেনা সময় যখন আর কিছুতে ---- আয় খুকু আয় খুকু আয়।	
কি দেখি পাই না ভেবে গো ঐ মেঘের কালো বরণ	
কে তুমি কে তুমি আমায় ডাক, কেন দূরে থাক	
কে যেন গো ডেকেছে আমায়	
কোন এক গাঁয়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো	
কোন পাখী ধরা দিতে চায়, অসীম আকাশ ছেড়ে	
কোনদিন বলাকারা অত দূরে যেত কি	
কত রাগিণীর ভুল ভাঙাতে বাঁশী ভরে গেছে	
কতদিন পরে এলে তুমি একটু বস	
কথা কয়োনাকো, শুধু শোন	
খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার এই তোমাদের পৃথিবী	
ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে	
চলিতে চলিতে পথে তোমায় দেখে কেন যে থমকে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম।	
চলে চলে মাঝখানে ঘাস উঠে পায়ে চলা পথ	
জানিনা কখন তুমি আমার চোখে স্বপ্ন দিলে	
জীবনপুরের পথিকরে ভাই কোন দেশে সাকিন নাই	
ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস	
ডাগর ডাগর চোখে কেন কাজল দিলে	
তারে বলে দিও, সে যেন আসে না আমার দ্বারে।	
তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই	
তোমার ভুবনে মা গো এত পাপ এ কি অভিশাপ	
তুমি এলে অনেক দিনের পরের যেন বৃষ্টি এল	
তুমি কি যে বলো বুঝিনা	
তুমি যাবেই চলে আমি জানতাম	

দোষ দিও না আমায় বন্ধু, আমার কোন দোষ নাই	
দূরন্ত ঘুর্ণির এই লেগেছে পাক	
ধিতাং ধিতাং বোলে কে মাদলে তান তোলে	
ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন বাজে ঝড়ের ঢাক	
নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী	
নীল নীল নীল, সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝিনা	
নীলামবালা ছ আনা, যা নেবে তাই ছ আনা	
নতুন নতুন রঙ ধরেছে সোনার পৃথিবীতে	
(ও) নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে	
পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি	
পৃথিবীটা যেন এক মজার সংখ্যা এই পৃথিবী	
পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে	
পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা কোলে তব	
ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম	
বিধিরে এই খেয়া বাইব কত আর	
বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই	
বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা	
বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও	
বসে আছি পথ চেয়ে ফাগুনের গান গেয়ে	
ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি	
মাগো আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে	
মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি	
মেঘ কালো আঁধার কালো আর কলঙ্ক যে কালো	
মৌ বনে আজ মৌ জমেছে বৌ কথা কও ডাকে	
মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে	
মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে	
যাবার আগে কিছু বলে গেলে না নীরবে শুধু রইলে চেয়ে	
যাবার আগে কিছু বলে গেলে না নীরবে শুধু রইলে চেয়ে	
যে বাঁশী ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বল	
যদি কোনদিন ঝরা বকুলের গন্ধে হও তুমি আনমনা,	
যদি জানতে চাও তুমি এ ব্যথা আমার কতটুকু	
যদি ভাব এ তো খেলা নয় ভুল সে তো শুরুতেই।	
রাম লক্ষ্মণ কাছে আছে করবে বল কি?	
রূপ সাগরে ডুব দিয়ে কোন রূপসী যায়	
লাজবতী নূপুরের রিনি ঝিনি ঝিনি	

শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি, একটু হাওয়া নাই	
শোন বন্ধু শোন প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা	
শোন শোন মর্ত্যবাসী, শোন গো সবাই, দশভূজা	
সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায়	
সব কথা বলা হলো বাকি রয়ে গেল শুধু বলিতে	
সবাই চলে গেছে শুধু একটি মাধবী তুমি এখনো তো ঠিকই ফুটে আছ কেন?	
স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়	
সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা	
সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক, বেশ তো;	
হাজার বছর ধরে কত নদী প্রান্তর পেরিয়ে এলাম	
হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়	

BANGODARSHAN.COM

অলির কথা শুনে বকুল হাসে
কই তাহার মত তুমি
আমার কথা শুনে হাসো না তো।
ধরার ধূলিতে যে ফাগুন আসে
কই তাহার মত তুমি
আমার কাছে কভু আস না তো?

আকাশ পারে ঐ অনেক দূরে
যেমন করে মেঘ যায় গো উড়ে।
যেমন করে সে হাওয়ায় ভাসে
কই তাহার মত তুমি
আমার স্বপ্নে কভু ভাস না তো।

চাঁদের আলোয় রাত
যায় যে ভরে।
তাহার মত তুমি
কর না কেন ওগো ধন্য মোরে।

যেমন করে নীড়ে একটি পাখি
সাথীরে কাছে তার নেয় গো ডাকি।
যেমন করে সে ভালোবাসে
কই তাহার মত তুমি
আমায় কভুও ভালোবাসো না তো।

অশ্রুতে মোর, কান্নাতে মোর, রুদ্রবীণার রুক্ষলিখায় জাগো,
বাংলার ঘরে ঘরে আছ যারা মোর মতো ভাগ্যহত।

BANGODARSHAN.COM

পথ চলো তুমি, হোক্ না সে পথ সঙ্গীবিহীন একা।
ভয় নেই জেনো সেই পথে তুমি বন্ধুর পাবে দেখা।
আঁধারের বুকে তোমরা নিয়ত জ্বলো প্রদীপের মতো।

বাংলার ঘরে ঘরে আছ যারা মোর মতো ভাগ্যহত।

অশ্রুতে নয়, কান্নাতে নয়, রুদ্রবীণার রুক্ষলিখায় জাগো,
বাংলার ঘরে ঘরে আছ যারা কেউ নও ভাগ্যহত।

দূর হতে শুধু আলেয়ার মতো ভেবেছ তুমি গো যারে,
হয়তো সে আলো জীবনে তোমার দীপ জ্বেলে দিতে পারে।

স্বপ্নের নীড় বৈশাখী ঝড়ে হয়তো বিলীন হবে।
চলার এ পথে সেই তো তোমার সঞ্চয় হয়ে রবে।
মিথ্যার কাছে সত্য যা কিছু কখনো হবে না নত।
বাংলার ঘরে ঘরে আছ যারা কেউ নও ভাগ্যহত।
অশ্রুতে নয়, কান্নাতে নয়, রুদ্রবীণার রুক্ষলিখায় জাগো!

আকাশ মাটি ওই ঘুমালো ঘুমায় রাতের তারা --২
তবে কিসের ধ্বনি মোর মরমে হঠাৎ জাগায় সাড়া।
আকাশ মাটি ওই ঘুমালো ঘুমায় রাতের তারা
তবে কিসের ধ্বনি মোর মরমে হঠাৎ জাগায় সাড়া।
ঝিরি ঝিরি বাতাস এল ঝরা পাতার বনে,
আর স্রোতের মত স্বপ্ন এল মনে।
হৃদয় আমার কি বা জানে ওগো বল তুমি ছাড়া।
তবে কিসের ধ্বনি মোর মরমে হঠাৎ জাগায় সাড়া।

BANGLADARSHAN.COM

ওগো আমার স্বপন দোসর বল কি বা চাও।
ছায়ার মত ছুঁয়ে আমায় ব্যথা কেন পাও।
ভরা পালে তরী কিগো বল হবে স্রোতে হারা। ---২
তবে কিসের ধ্বনি মোর মরমে হঠাৎ জাগায় সাড়া।

জ্বল জ্বল তারার প্রদীপ ওই তো নিভে আসে।
আর জলে ভরা নয়ন আমার হাসে।
এত জেনেও মরুপথে তবু হারায় কেন ধারা। ---২
তবে কিসের ধ্বনি মোর মরমে হঠাৎ জাগায় সাড়া।
আকাশ মাটি ওই ঘুমালো ঘুমায় রাতের তারা
তবে কিসের ধ্বনি মোর মরমে হঠাৎ জাগায় সাড়া।

আজ দুজনার দুটি পথ ওগো
দুটি দিকে গেছে বেঁকে।
তোমার ও পথ আলোয় ভরানো জানি,
আমার এ পথ আঁধারে আছে যে ঢেকে।

সেই শপথের মালা খুলে
আমারে গেছ যে ভুলে।
তোমারেই তবু দেখি বারে বারে
আজ শুধু দূরে থেকে।
আমার এ পথ আঁধারে আছে যে ঢেকে।

আমার এ কূল ছাড়ি
তব বিস্মরণের খেয়া ভরা পালে
অকূলে দিয়েছি পাড়ি।

আজ যতবার দীপ জ্বালি
আলো নয় পাই কালি।

BANGLADARSHAN.COM

এ বেদনা তবু সহি হাসি মুখে
নিজেরে লুকায়ে রেখে।
আমার এ পথ আঁধারে আছে যে ঢেকে।

আজও হৃদয় আমার পথ চেয়ে দিন গোনে।
আসবে কখন বন্ধু আমার এই শুধু ভাবি মনে।

জীবন পথে ক্লান্ত দিনের শেষে ,
কখন তুমি ডাক পাঠাবে সে কোন অচিন দেশে।
আহা গানটিতে মোর সেই কথাটিই শোনে।
আসবে কখন বন্ধু আমার এই শুধু ভাবি মনে।

স্বপ্ন দেখে তাই যে গান আমি গাই,
রেখে দিলে তুমি তারে মরমের মণিহারে।

অনেক বাধার অথৈ সাগর কূলে,
পেলেম যদি গন্ধরাগ আবার যেন ফুলে।
তবু দিনের মায়ার জাল কেন সে বোনে।
আসবে কখন বন্ধু আমার এই শুধু ভাবি মনে।

আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে।
পান্থ পাখির কূজন কাকলি ঘিরে
আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোন
আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে।
তবু আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে।

BANGLADARSHAN.COM

অশথের ছায়ে মাঠের প্রান্তে দূরে
রাখালি বাঁশীর বেজে বেজে ওঠা সুরে।
আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই মীড়ে।
আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোন
আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে।

ঝরা পাতাদের মর্মর ধ্বনি মাঝে
কান পেতে শোন অশ্রুত সুরে
মোর এই গান বাজে।

পরাগ ঝরানো স্বপ্ন ভরানো বনে
ভ্রমর যেথায় সুর তোলে মনে মনে
আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই মীড়ে।
আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোন
আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে।

তবু আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে।

আমার জীবন যেন একটি খাতা
শেষ ক'টি যার পাতা নেই।
হয়ত ছিল অনেক কিছুই
শেষ ক'টি সেই পাতাতেই।

মনের কলম তবু নাছোড়
আঁকবে কিছু স্মৃতির আঁচড়।
মিথ্যে আশার প্রলোভনে
আমায় সে তো মাতাবেই।

BANGLADARSHAN.COM

সেই ছেঁড়া খাতার পাতাগুলো
ফিরে পেতাম যদি,
হয়ত সাগর হত মরুর বুকে
হারানো এক নদী।

আঁধার হয়ে দীপের নীচে
ইচ্ছেটাকে বাঁচাই মিছে।
ফুল ফুরিয়েও মালাটি মোর
সুঁচসুতোতে গাঁথা নেই।-

আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা
আর কতকাল আমি র'ব দিশাহারা, র'ব দিশাহারা।
জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই শুধু
পথ খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা, এ জীবন সারা।

কারা যেন ভালবেসে আলো জ্বেলেছিল
সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল।
নিজের ছায়ার পিছে
ঘুরে ঘুরে মরি মিছে
একদিন চেয়ে দেখি আমি তুমি হারা, আমি তুমি হারা।

আমি পথ খুঁজি নাকো পথ মোরে খোঁজে
মন যা বোঝে না বোঝে না বুঝে তা বোঝে।
আমার চতুর্ পাশে সব কিছু যায় আসে
আমি শুধু তুষারিত গতিহীন ধারা।

BANGLADARSHAN.COM

আমার জীবনের এত খুশি এত হাসি
কোথায় গেল।
ফুলের বুকে সেই অলির বাঁশী
আজ কোথায় গেল।

হায় স্বপ্নভরা সেই গান
আজ কেন হল অবসান।
সেই দুটি কথা 'ভালো বাসি'
কোথায় গেল আজ কোথায় গেল।
আমার জীবনের এত খুশি এত হাসি
কোথায় গেল।

এই না পাওয়ার ব্যথা ভরা তিথিতে
মন আমার ভরে আছে স্মৃতিতে।

হায় বাসর ভরা সেই ফুল
হলো কাঁটার আঘাতে যেন ভুল।
সেই মিলন মালার বকুলরাশি
কোথায় গেল আজ কোথায় গেল।

আমার জীবনের এত খুশি এত হাসি
কোথায় গেল।

BANGLADARSHAN.COM

আমি গান শোনাব একটি আশা নিয়ে,
সে গান যেন তোমার ভাল লাগে।
আমি রঙ ছড়াব একটি তুলি দিয়ে
সে রঙ শুধু তোমার অনুরাগে।
আমি গান শোনাব একটি আশা নিয়ে,

অনেক চাওয়ায় জানি না কি চাইলাম।
গানের খেয়া কোন অকূলে বাইলাম।
শুধু জানলাম স্রোতে ভাসলাম, ভালবাসলাম।
আমি পথ হারাব একটি প্রদীপ নিয়ে
যে দীপ জুড়ে তোমার আলো জাগে।
আমি গান শোনাব একটি আশা নিয়ে,

আমার এই তো অহঙ্কার
হার মানা হার তোমায় দিয়ে পরব জয়ের হার।
আমার এই তো অহঙ্কার।

অনেক বোঝায় এই তো শুধু বুঝব
চিরজনম তোমায় আমি খুঁজব।
আমি জানলাম হার মানলাম ভালবাসলাম।
আমি ডাক পাঠাব একটি হৃদয় নিয়ে।
যে মন দিয়ে কেউ ডাকেনি আগে।
আমি গান শোনাব একটি আশা নিয়ে----

আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা
আমি কাঁদলাম বহু হাসলাম
এই জীবনে জোয়ারে ভাসলাম

BANGOBARSHA.COM

আমি বন্যার কাছে ঘূর্ণির কাছে
রাখলাম নিশানা।

কখন জানি না সে
তুমি আমার জীবনে এসে
যেন সঘন শ্রাবণে প্লাবনে দুকূলে ভেসে
শুধু হেসে ভালোবেসে
যত যতনে সাজান স্বপ্ন
হোল সকলি নিমেষে ভগ্ন
আমি দুর্বার স্রোতে ভাসলাম তরী অজানায় নিশানা।

ওগো ঝরাপাতা
যদি আবার কখনো ডাকো
সেই শ্যামল হারানো
স্বপন মনেতে রাখো
যদি ডাকো যদি ডাকো।

আমি আবার কাঁদবো হাসবো
এই জীবন জোয়ারে ভাসবো
আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর মাঝে
রেখে যাবো নিশানা।

আমি যাই চলে যাই
যাই চলে যাই।
আমায় খুঁজোনা তুমি।
বন্ধু বুঝোনা ভুল।
কাল সে আলেয়া শুধু

BANGODARSHAN.COM

আমি সে আলোয় ঝরা ফুল।
যাই চলে যাই
যাই চলে যাই।

যেটুকু সুরভি ছিল
হৃদয় সবই তো দিল।
এবার খুঁজবে কাঁটা
তাই ছেড়ে যাই চলে
আমি যাই চলে যাই
যাই চলে যাই।

বিধাতার কাছে আমি
জানি না তো কি চেয়েছি।
হিসাব রাখিনি কিছু
কতটুকু কি পেয়েছি।
শেষের লগনে তাই
কিছু ক্ষমা আমি চাই।
অতীতের পিছনে যে
ছিল ছায়াসঙ্গী।

আমি যাই চলে যাই
যাই চলে যাই।
আমি যাই চলে যাই
যাই চলে যাই।

BANGODARSHAN.COM

আমি যারে স্বপন দেখি সে কি দেখে আমারে
ওপার হতে ভরা গাঙে ---

ওপার হতে ভরা গাঙে ঢেউ লাগে এপারে
ঢেউ লাগে রেঢেউ লাগে রে। ,
আমি যারে স্বপন দেখি সে কি দেখে আমারে
ওপার হতে ভরা গাঙে ---

মুখটি যে তার কমল হেন, কমল হেন।
চাঁদ হলো তার আরশী যেন
আমার এ কূল এ কূল দুকূল গেল রূপের জোয়ারে
তারই রূপের জোয়ারে।
আমি যারে স্বপন দেখি সে কি দেখে আমারে
ওপার হতে ভরা গাঙে ---

বশীকরণ জানে বুঝি তার মুখের হাসি গো
সে কইলে কথা বেজে ওঠে সাপুড়িয়ার বাঁশী গো
কইলে বেজে ওঠে সাপুড়িয়ার বাঁশী গো।
বশীকরণ জানে বুঝি তার মুখের হাসি গো।
বন্য হাঁসের পাখার মতন, পাখার মতন মতন
কাঁপে যে তার ভোমরা নয়ন।
ওগো সে তো ফিরে দিল না মন দিল যাহা রে
মন দিলেম যাহারে।
আমি যারে স্বপন দেখি সে কি দেখে আমারে
ওপার হতে ভরা গাঙে ঢেউ লাগে এপারে
ঢেউ লাগে রে ঢেউ লাগে রে।
আমি যারে স্বপন দেখি সে কি দেখে আমারে
ওপার হতে ভরা গাঙে ----

BANGLADARSHAN.COM

আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি
আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি।
বাজে কিঙ্কিনি রিনিঝিনি
তোমারে যে চিনি চিনি
মনে মনে কত ছবি এঁকেছি।

ছিল ভাবে ভরা দুটি আঁখি চঞ্চল
তুমি বাতাসে উড়ালে ভীরু অঞ্চল
ঐ রূপের মাধুরী মোর সঞ্চয়ে রেখেছি।
দূর হতে তোমারে দেখেছি
আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি।

কস্তুরী মৃগ তুমি,
যেন কস্তুরী মৃগ তুমি --
আপন গন্ধ ঢেলে
এ হৃদয় ছুঁয়ে গেলে
সে মায়ায় আপনারে ঢেকেছি।

ঐ কপোলে দেখেছি লাল পদ্ম
যে দল মেলে ফুটেছে সে সদ্য।
আমি ভ্রমরের গুঞ্জনে তোমারেই ডেকেছি।
দূর হতে তোমারে দেখেছি
আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি।

আমি হতে পারিনি আকাশ
তুমি দিন শেষে
আলোর আবেশ নিয়ে চাঁদ হলে।

BANGODARSHAN.COM

বন ছায়ে দুলেছিল ফুল
পরাগের রাঙা রাগে
ভরেছিল মন।
মধুকর এসেছিল
নিয়ে মধুমন।
আজ শুধু আসেনি বাতাস
তুমি দুলে দুলে
রঙের পরশ নিয়ে ফুল হলে।
আমি হতে পারিনি বাতাস।

ফুল বলে আমি আজ
সুরভি দিলাম।
পাখি বলে আমি আজ
গান গেয়ে যাই।
মন বলে রঙের আগে
ভরে দিতে চাই।
যদি শুধু আসে গো বাতাস।
আজ অনুরাগে
মনের কথাটি ফুটে ফুল হলো।
আমি হতে পারিনি বাতাস।

আমিও পথের মত হারিয়ে যাব।
আমিও নদীর মত আসবো না ফিরে আর
আসবো না ফিরে কোনদিন।

আমিও দিনের মত ফুরিয়ে যাব।
আসবো না ফিরে আর আসবো না ফিরে কোনদিন।

BANGODARSHAN.COM

মন আমার বাঁধলো বাসা ব্যাথার আকাশে
পাতা ঝড়া দিনের মাঝে মেঘলা বাতাসে।
আমিও ছায়ার মত মিলিয়ে যাব।
আসবো না ফিরে আর আসবো না ফিরে কোনদিন।

যাবার পথে পথিক যখন পিছন ফিরে চায়
ফেলে আসা দিনকে দেখে মন যে ভেঙ্গে যায়।

চোখের আলো নিভলো যখন মনের আলো জ্বেলে
একলা এসেছি আমি একলা যাব চলে।
আমিও সুখের মত ফুরিয়ে যাব।
আসবো না ফিরে আর আসবো না ফিরে কোনদিন।

আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে
আমার আকাশ হয় না তো নীল
মেঘে মেঘে রয় ছেয়ে
আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে।

বকুলের মুকুলে নেই কোনো গুনগুন
মাধবীর স্বপ্নে আসে না তো ফাল্গুন
কিসের আশায় তবু জেগে রই
বেদনারই গান গেয়ে।
আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে।

হাসি ভুলে আর কত কাঁদি
বালুচরে মিছে ঘর বাঁধি।
অবহেলা পেয়ে আমি আঁখি-জলে সিক্ত
অসহায় এই আমি কত যেন রিক্ত।

BANGLADARSHAN.COM

ঝড়ের আঘাতে হাল ভেঙ্গে যায়
খেয়া তবু যাই বেয়ে।

আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে
আমার আকাশ হয় না তো নীল
মেঘে মেঘে রয় ছেয়ে
আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে।

বকুলের মুকুলে নেই কোনো গুনগুন
মাধবীর স্বপ্নে আসে না তো ফাল্গুন
কিসের আশায় তবু জেগে রই
বেদনারই গান গেয়ে।
আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে।

হাসি ভুলে আর কত কাঁদি
বালুচরে মিছে ঘর বাঁধি।
অবহেলা পেয়ে আমি আঁখি-জলে সিক্ত
অসহায় এই আমি কত যেন রিক্ত।
ঝড়ের আঘাতে হাল ভেঙ্গে যায়
খেয়া তবু যাই বেয়ে।

আরও ভাল হত, যদি তুমি আর আমি
পাশাপাশি বসে কাটিয়ে দিতাম মোরা কিছুটা সময়।
কত ভাল হত, যদি তোমাতে আমাতে
চোখে চোখে চেয়ে, কাটিয়ে দিতাম মোরা কিছুটা সময়।

ক্ষতি হত না কি, যদি সব ফেলে রেখে
অবসর কিছু কুড়িয়ে নিতাম মোরা কাজের মাঝেতে খুঁজে খুঁজে।

BANGODARSHAN.COM

কত ভাল হত, যদি তোমাতে আমাতে
চোখে চোখে চেয়ে, কাটিয়ে দিতাম মোরা কিছুটা সময়।

এই পরিচয় দিত জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে তোমাকে আমাকে,
এ মাটি তীর্থ করে যেতাম সাজিয়ে দিয়ে আলো হাসি গানে তোমাতে আমাতে।

পথে যেতে যেতে, যদি থমকে থেমে
অকারণে বসে নিবিড় শীতল ছায়া দেখে অসময়ে কাছাকাছি।
আরও ভাল হত, যদি তুমি আর আমি
পাশাপাশি বসে কাটিয়ে দিতাম মোরা কিছুটা সময়।

আহা কৃষ্ণ কালো, আঁধার কালো,
আমিও তো কালো সখী,
তবে কেন আমায় ভালবাসলে না।
ভালবেসে মরণ ভাল,
আমিও তো মরিতে চাই,
তবে কেন আমায় ভালবাসলে না।

তোমার চোখে মেঘ করিলে,
আমার চোখে আসে জল।
এমন সুখের যন্ত্রণা হে কোথায় গেলে পাব বল।
সুখে কেঁদে মরিতে চাই তবে
কেন সুখের ফাঁদে বাঁধলে না।
আহা কৃষ্ণ কালো, আঁধার কালো।
আমিও তো কালো সখী,
তবে কেন আমায় ভালবাসলে না।

BANGLADARSHAK.COM

পিরীতির বিষে যদি কলঙ্ক মিশিয়া যায়,
চোখের জলের মুকুতা হে তখনই ঝরিতে চায়,
সে রতনে তুলে সখী তবে কেন তারই মালা গাঁথলে না।
আহা কৃষ্ণ কালো, আঁধার কালো,
আমিও তো কালো সখী,
তবে কেন আমায় ভালবাসলে না।
ভালবেসে মরণ ভাল,
আমিও তো মরিতে চাই,
তবে কেন আমায় ভালবাসলে না।

আহা পথ গিয়েছে অনেক দূর নেই বুঝি ঠিকানা তার।
আজ এখানে, কাল সেখানে, নেই দুনিয়ার ঘর আমার।
পথ গিয়েছে অনেক দূর।

চড়কি বাজীর মত ভাগ্যের ঘুরঘুর ঘুর চাকা ঘুরছে।
শূন্যের ঘরে গেছে আটকে চাকা তাই আমার কপালটা পুড়ছে।
আজ বাদে কাল কি হবে হারা নেই খবর ভাই জানা তার।
পথ গিয়েছে অনেক দূর নেই বুঝি ঠিকানা তার।
আজ এখানে, কাল সেখানে, নেই দুনিয়ার ঘর আমার।
পথ গিয়েছে অনেক দূর।

চলতি গাড়ীর হবে চলতে চটপট পাততাড়ি গুটিয়ে।
বাঁধবি যে ঘর তুই সাধ্যি কি ভাই রে স্বপ্নগুলো তোর লুটিয়ে।
এই জীবনের পাশা খেলায় কে জেতে কে মানে হার।
পথ গিয়েছে অনেক দূর নেই বুঝি ঠিকানা তার।
আজ এখানে, কাল সেখানে, নেই দুনিয়ার ঘর আমার।
পথ গিয়েছে অনেক দূর।

BANGLADARSHAN.COM

আহা প্রজাপতি সকালে আলোয় এল কখন।
ঝলমল রোদে ঝিলমিল করে পাখনা।
এত প্রজাপতি আমার বাগানে এল যখন।
রাসের রসের বিলাসে খানিক থাক না।
আহা প্রজাপতি সকালে আলোয় এল কখন।

আছে প্রসাধন কেশর কেশরে রাঙা আবীর।
দোল দোল খেলা খেলবে, খেলবে ফুলেরা ভাবছে।
আহা এত দিনে মনে পড়ে গেল মধুলোভীর।
ঝিলমিল পাখা এক ঝাঁক তাই নামছে।
আহা প্রজাপতি সকালে আলোয় এল কখন।

সাড়া পড়ে গেছে ফুলের পাড়ায় কানাকানি।
চঞ্চল পাখা কে কাকে, কে কাকে কোথায় খুঁজবে।
হবে লুকোচুরি রবে না আড়াল জানাজানি।
এক সকালেই মন দিয়ে মন বুঝবে।
আহা প্রজাপতি সকালে আলোয় এল কখন।
ঝলমল রোদে ঝিলমিল করে পাখনা।
এত প্রজাপতি আমার বাগানে এল যখন।
রাসের রসের বিলাসে খানিক থাক না।

এ কি চঞ্চলতা
জাগে আমার মনে
ভালো লাগে, কত ভালো লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

এই তো প্রথম দ্বার খুলে
ছুটে আমি এসেছি।
ফুলে ফুলে ওই হাসি দেখে
আমিও যে হেসেছি।
তারা ভরা এই রাত
আমি দেখিনি কখনো আগে।
ভালো লাগে, কত ভালো লাগে।

ওগো বাঁশী শোন
আজ বুকে সুর ভরে দাও।
আমার আনন্দ আজ
তুমি শুধু জেনে নাও।

কিছু নেই তবু আছি আমি
আজ যেন মেনেছি।
ভালো লাগা ওগো কারে বলে
এই তো প্রথম জেনেছি।
ভরে গেছি আমি আজ
এই মায়া ভরা অনুরাগে।
ভালো লাগে, কত ভালো লাগে।

এ কি চঞ্চলতা
জাগে আমার মনে
ভালো লাগে, কত ভালো লাগে।

এ ব্যথা কি যে ব্যথা বোঝে কি আন জনে,
সজনী আমি বুঝি মরেছি মনে মনে।
একে তো ফাগুন মাস, দারুণ এ সময়।
লেগেছে বিষম চোট কি জানি কি হয়।

অঙ্গে চোট পেলে সে ব্যথা সারাবার

BANGLADARSHAN.COM

হাজার রকমের ওষধি আছে তার।
মরমে চোট পেলে সারে না এ জীবনে।
সজনী আমি বুঝি মরেছি মনে মনে।
এক তো ফাগুন মাস, দারুণ এ সময়।
লেগেছে বিষম চোট কি জানি কি হয়।

বাতাসে বাঁশী বাজে, কেবলই ডাকে হায়
শিকলি কাটা মন লুকিয়ে যেতে চায়।
এ চোট পেয়ে রাধা, মরেছে বৃন্দাবনে।
সজনী আমি বুঝি মরেছি মনে মনে।
এক তো ফাগুন মাস, দারুণ এ সময়।
লেগেছে বিষম চোট কি জানি কি হয়।

এই পথ যদি না হয় শেষ হয়
তবে কেমন হতো তুমি বল তো?
আর পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়
তবে কেমন হতো তুমি বল তো?

কোন রাখালের ঐ ঘর ছাড়া বাঁশীতে
সবুজের ঐ দোল দোল হাসিতে
মন আমার মিশে গেলে বেশ হয়;
যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় --
তবে কেমন হতো তুমি বল তো?

নীল আকাশে ঐ দূর সীমা ছাড়িয়ে সবুজে
এই গান যেন যায় আজ হারিয়ে
প্রাণে যদি এ গানের রেশ রয়
যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়
তবে কেমন হতো তুমি বল তো?

BANGLADARSHAN.COM

এই পূর্ণিমা রাত কিছু সুর কিছুটা আবেশ। ---২
একি শুরু না শেষ।
এই পূর্ণিমা রাত কিছু সুর কিছুটা আবেশ।

কেন জানি না যে, মন আজ বাঁশী হয়ে বাজে। ---২
ভুলে যেতে চাই, তবু থাকে কেন রেশ।
এই পূর্ণিমা রাত কিছু সুর কিছুটা আবেশ।

বোঝানোর নেই কোন ভাষা,
ভুলকে যে ভুলেই ভালবাসা।
বোঝানোর নেই কোন ভাষা।

সবই ভাল লাগে তবু ফাগুনে শ্রাবণ কি জাগে। ---২
ভরে মেঘছায় যেন নয়ন নিমেষ।
এই পূর্ণিমা রাত কিছু সুর কিছুটা আবেশ।
একি শুরু না শেষ।
এই পূর্ণিমা রাত কিছু সুর কিছুটা আবেশ।

BANGODARSHAN.COM

এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু,
একটি সে নাম আমি লিখেছিনু;
আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে তারে যেন মুছিয়া দিলাম।

কেন তবু বারে বারে ভুলে যাই --
আজ মোর কিছু নাই;
ভুলের এই বালুচরে
যে বাসর বাঁধা হল
জানি তার নেই কোনও দাম।
আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে তরে যেন মুছিয়া দিলাম।

সাগরের কত রূপ দেখেছি
কখনও শান্ত রূপে কখনও অশান্ত সে
আমি শুধু চেয়ে চেয়ে থেকেছি।

মনে হয় এতো নয় বালুচর
আশা তাই বাঁধে ঘর;
দাঁড়ায় একলা শুধু ঢেউ আর ঢেউগুলি
এ গোনার নেই যে বিরাম।
আজ সব কিছু দিয়ে আমি জানি নাতো কি যে নিলাম।

এই মেঘলা দিনে একলা
ঘরে থাকে না তো মন
কাছে যাবো, কবে পাবো
ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।

যুথি বনে ওই হাওয়া
করে শুধু আসা যাওয়া।

BANGODARSHAN.COM

হায় হায়রে দিন যায় রে
ভরে আঁধারে ভুবন।

কাছে যাবো, কবে পাবো
ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।

শুধু ঝরে ঝর ঝর
আজ বারি সারা দিন।
আজ যেন মেঘে মেঘে
হল মন যে উদাসীন।

আজ আমি ক্ষণে ক্ষণে
কি যে ভাবি আনমনে
তুমি আসবে ওগো হাসবে
কবে হবে সে মিলন।

কাছে যাবো, কবে পাবো
ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।

এই রাত তোমার আমার
ওই চাঁদ তোমার আমার,
শুধু দুজনের।
এই রাত শুধু যে গানের
এই ক্ষণ এ দুটি প্রাণের
কুহু কুজনের।
এই রাত তোমার আমার....

BANGLODARSHAN.COM

তুমি আছো আমি আছি তাই,
অনুভবে তোমারে যে পাই,
শুধু দুজনের।
এই রাত তোমার আমার
ওই চাঁদ তোমার আমার,
শুধু দুজনের।

এক গোছা রজনীগন্ধা হাতে দিয়ে বললাম, চললাম।

বেশ কিছু সময় তো থাকলাম, ডাকলাম, মন রাখলাম ---২
দেখলাম দু'টি চোখে বৃষ্টি, বৃষ্টি ভেজা দৃষ্টি।
মনে কর আমি এক মৃত কোনো জোনাকি
সারারাত আলো দিয়ে জ্বললাম।

এখানেই সব কিছু শেষ নয় বেশ নয় যদি মনে হয় ২---
লিখে নিও গল্পের শেষটা, থাক্ না তবু রেশটা।
দেখো না গো চেয়ে তুমি আনমনা চরণে
কোন্ ফুল ভুল করে দললাম।

এখানে সবই ভাল, আলোতে মিলায় কালো
ভালবাসার চশমা দিয়ে দেখতে যদি পাও।

BANGOBARSHAN.COM

এত যে ঝগড়াঝাটি, হা হুতাশ কান্নাকাটি
মিটিয়ে দিয়ে হাসি মুখে বুকে টেনে নাও।

ফুলের বুকে মিষ্টি হাসি দেখতে কেন চাও না।
নেই এখানে হিসেব নিকেশ নেই তো দেনা পাওনা।
এখানে হৃদয় মাঝে প্রেমেরই মন্ত্র বাজে,
সেই সুরেরই আনন্দে আজ জীবন ভরে দাও।
এখানে সবই ভাল, আলোতে মিলায় কালো
ভালবাসার চশমা দিয়ে দেখতে যদি পাও।
এত যে ঝগড়াঝাটি, হা হুতাশ কান্নাকাটি
মিটিয়ে দিয়ে হাসি মুখে বুকে টেনে নাও।

এখানে সবাই হাসে দুঃখ কারও সয় না।
পরেরই সুখে হেথায় মন তো কালো হয় না।
তাই না। -----
এখানে ঝুমুর পাখী বলে যায় ওই তো ডাকি।
আমাদেরই মত সবাই প্রেমেরই গান গা।
এখানে সবই ভাল, আলোতে মিলায় কালো
ভালবাসার চশমা দিয়ে দেখতে যদি পাও।
এত যে ঝগড়াঝাটি, হা হুতাশ কান্নাকাটি
মিটিয়ে দিয়ে হাসি মুখে বুকে টেনে নাও।

ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না
ও বাতাস আঁখি মেলো না
আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে
আহা, কাছে এসেও ফিরে যেতে পারে।

BANGODARSHAN.COM

তার সময় হল আমায় মালা দেবার।
সে যে প্রাণের সুরে গান শোনাবে এবার।
সেই সুরেতে ঝর্ণা তুমি চরণ ফেলো না।
ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না।

ও পলাশ ফিরে চেয়ো না
ও কোকিল তুমি গেয়ো না
লাজুকলতা হয়তো গো লাজ পাবে
তার মুখের কথা মুখেই রয়ে যাবে।

তার অনেক ভীরু স্বপ্ন জাগে আশায়
তাহা হৃদয় মাঝে সুরের খেয়া ভাসায়
দোহাই বকুল ছন্দে তাহার দ্বন্দ্ব জ্বেলো না
ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না।

ও আকাশ সোনা সোনা, এ মাটি সবুজ সবুজ
নতুন রঙের ছোঁয়ায় হৃদয় রেঙেছে,
আলোর জোয়ারে খুশির বাঁধ ভেঙেছে।

এই আছি এই নেই আমি যেন পাখি মেলি পাখনা
সীমানার সীমা ছেড়ে যাই দূর প্রান্তে,
নীড় একা পড়ে থাক্ থাক্ না।
ও সকাল আলো আলো, এ শিশির ঝলমল।
নতুন রঙের ছোঁয়ায় হৃদয় রেঙেছে,
আলোর জোয়ারে খুশির বাঁধ ভেঙেছে।

BANGLADARSHAN.COM

যায় যদি যায় যাক এই মন হারিয়েই যাক না
নিষেধের বাধা নেই ওই নীল শূন্যের সব সীমা ছাড়িয়েই যাক না।
এ বাতাস খুশি খুশি, ও পলাশ হাসি হাসি
নতুন রঙের ছোঁয়ায় হৃদয় রেঙেছে,
আলোর জোয়ারে খুশির বাঁধ ভেঙেছে।

ও আকাশ সোনা সোনা, এ মাটি সবুজ সবুজ
নতুন রঙের ছোঁয়ায় হৃদয় রেঙেছে,
আলোর জোয়ারে খুশির বাঁধ ভেঙেছে।

ও দুটি আঁখি যেন পাখী লাগে।
ও দুটি আঁখি যেন পাখী লাগে।
ভোরের আকাশ দেখে নীড় ফেলে উড়ে যেতে চায়।
কি জানি মনে কি যে রোগ লাগে,
নয়নে নয়ন রেখে শতবার মরে যেতে চায়।
ও দুটি আঁখি যেন পাখী লাগে।

তারা শুধু ভুল করে সোনার খাঁচায় যারা, ও পাখীকে ধরে নিতে চায়। ---২
আকাশের আঙিনায় যে পাখী বেঁধেছে বাসা, ---২
সে পাখী তো থাকে না খাঁচায়।
ভোরের আকাশ দেখে নীড় ফেলে উড়ে যেতে চায়।
ও দুটি আঁখি যেন পাখী লাগে।

মনের দুয়ার দিয়ে আলো থেকে আরও আলো ছায়া থেকে অনেক ছায়ায় ---২
ও দুটি নয়ন পাখী বহু যুগ থেকে যেন, ---২
বারে বারে ডেকেছে আমায়।
নয়নে নয়ন রেখে শতবার মরে যেতে চায়।
ও দুটি আঁখি যেন পাখী লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

ও দুটি আঁখি যেন পাখী লাগে।

ও বন্ধু,

এই বকুলঝরা শ্রাবণ রাতে বলব ভাবি কারে,
যে কথাটি চোখের জলে ভাসে বারে বারে।

হয় না বলা যায় যে রাতি প্রহর গুণে গুণে।
প্রভাত হল এমনি করেই আশারই জাল বুনে।
যাবার বেলায় বলব বলো সেই কথাটি কারে?

ও বন্ধু,

অনেক দিনের স্বপ্ন অনেক অশ্রু হয়ে ঝরে
জানি কি সে শুধু ওগো সে যে তারই তরে।

অস্তরবির স্বর্ণলেখায় রয় যে কথা লেখা,
সাঁঝের আঁধার নামলে পরে রয় কি গো তার রেখা?
রাতের নিঝুম লগ্ন এলে হারায় অস্তপারে।

ও বন্ধু,

এই বকুলঝরা শ্রাবণ রাতে বলব ভাবি কারে,
যে কথাটি চোখের জলে ভাসে বারে বারে।

ও বন্ধু,

BANGLADARSHAN.COM

BANGLADARSHAN.COM

ও বাঁশীতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ
মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।
ও বাঁশীতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ
মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।

তার কাছে যেতে যদি কাঁটা বেঁধে পায়
যদি শাশুড়ী ননদী মুখে কালি দিতে যায়
তার কাছে যদি কাঁটা বেঁধে পায়
যদি শাশুড়ি ননদী মুখে কালি দিতে যায়
তবু নিকটে যাইব তার না মানে সমাজ।
মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।
ও বাঁশীতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ
মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।

যাক কুল যাক মান ক্ষতি নাহি তায়
এ পোড়া পরান আমি সঁপিব পায়।
যাক কুল যাক মান ক্ষতি নাহি তায়
এ পোড়া পরান আমি সঁপিব পায়।
মিটাইতে সাধ মিছে মানি লোকলাজ কেন মানি লোকলাজ।
মিটাইতে সাধ মিছে মানি লোকলাজ

মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।
ও বাঁশীতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ
মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।
ও বাঁশীতে ডাকে সে শুনেছি যে আজ
মোর পরান কাড়িতে চায় সে রাখালরাজ।

ওই রাজার দুলালী সীতা
বনবাসে যায় রে বনবাসে যায়।
সোনার প্রতিমা কে গো
অকালে ভাসায় রে অকালে ভাসায়।

রাজপুরী অযোধ্যা আজ দিবসে হলো আঁধার
দিবসে হলো আঁধার।
পুরবাসী আঁখিজল রাখিতে পারে না আর
রাখিতে পারে না আর।
শত সুখ স্মৃতি বলে দেব না বিদায় রে। -----২
সতী শিরোমণি সীতা বনবাসে যায়।
সোনার প্রতিমা কে গো
অকালে ভাসায় রে অকালে ভাসায়।
ওই রাজার দুলালী সীতা
বনবাসে যায় রে বনবাসে যায়।

শ্রীরামের দু নয়ন শূন্য হেরে ত্রিভুবন।
প্রতিমা গড়িয়া আজি নিজ হাতে বিসর্জন।
রঘুকুল পূর্ণিমা সহসা পোহায় রে।----২

BANGLADARSHAN.COM

রাঘব দয়িতা সীতা বনবাসে যায়।
সোনার প্রতিমা কে গো
অকালে ভাসায় রে অকালে ভাসায়।
ওই রাজার দুলালী সীতা
বনবাসে যায় রে বনবাসে যায়।

ওগো কাজলনয়না হরিণী, তুমি দাও না ও দু'টি আঁখি।
ওগো গোলাপ পাপড়ি মেলো না, তার অধরে তোমাকে রাখি।

ওগো কাঞ্চনবর্ণা চম্পক মঞ্জরী করো তাকে চম্পকবর্ণা।
এসো উচ্ছল ঝর্ণা অকারণ উল্লাসে হাসি হয়ে তার ঝরে' পড়ু না।
ওগো নিবিড় পুঞ্জ মেঘ দিগন্ত হতে এসো মেঘকালো কুন্তল দলনা।
এসো অপরূপ চন্দ্রিমা পূর্ণিমা জোছনা ঝর না আননে তার ঝর না।
ওগো ময়ূর পেখম তোলো না, তার লজ্জা তোমাতে ঢাকি।

ওগো কুঞ্জ কোকিল এসো পঞ্চম সুর দিয়ে কোকিলকণ্ঠী তাকে কর না।
এসো অশান্ত সমীরণ দাও দোল দাও ছন্দে ছন্দে তাকে ধর না।
ওগো যৌবনবন্যা লীলায়িত রঙ্গে কানায় কানায় তাকে ভর না।
এসো অনন্ত জগতের যত রূপ লাবণি তার রূপে সাধ করে মর না।
এসো আমার মনের মাধুরী, তার স্বপ্ন তোমাতে আঁকি।

BANGLADARSHAN.COM

ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতেই খুশী আমার মন।
কেন একলা বসে হিসেব কষে নিজেরে আর কাঁদাই অকারণ।
ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতেই খুশী আমার মন।
চৈত্র বেলায় ঝরা পাতার কান্না যখন শুনি,
কেন যাই গো ভুলে জীবনে মোর ছিল যে ফাল্গুনী।
চৈত্র বেলায় ঝরা পাতার কান্না যখন শুনি,
কেন যাই গো ভুলে জীবনে মোর ছিল যে ফাল্গুনী।
হাসি আমার চোখের জলে মিছেই কেন দেব বিসর্জন।
ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতেই খুশী আমার মন।

ঘট ভরিতে পিছল ঘাটে না আসে কেউ যদি।
তবু চলার পথে যায় কি থেমে নদীঘাটে না আসে কেউ যদি। ,
নিভে যাওয়া প্রদীপে মোর নাই বা পেলাম আলো।
আসেই যদি আঁধার ঘিরে সেই তো তবু ভালো।
আমি ভাগ্য বলেই নেব মেনে চিরদিনই ব্যথার আলিঙ্গন।
ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতেই খুশী আমার মন।

কান্দো কেনে মন রে কান্দো কেনে মন রে।
আঁধার আলোর এই যে খেলা এই তো জীবন রে।
কান্দো কেনে মন রে।

সূরযি আছে চান্দা আছে কুসুমেতে ভোমরা নাচে
গ্রীষ্ম আছে, ফাগুন আছে, আছে রে শ্রাবণ।

সবই তো জান রে তবু কান্দো কেনে কান্দো কেনে

BANGODARSHAN.COM

কান্দো কেনে মন রে কান্দো কেনে মন।

কান্না আছে, আছে হাসি, চোখে আছে শ্যামের বাঁশী
চোখের মাঝে আছে ওরে কাশী বৃন্দাবন।
সবই তো জান রে তবু কান্দো কেনে কান্দো কেনে
কান্দো কেনে মন রে কান্দো কেনে মন।

কান্দো কেনে মন রে কান্দো কেনে মন রে।
কান্দো কেনে মন রে কান্দো কেনে মন রে।
আঁধার আলোর এই যে খেলা এই তো জীবন রে।
কান্দো কেনে মন রে।

BANGLADARSHAN.COM

কাটেনা সময় যখন আর কিছুতে
বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না।
জানালার গ্রীলটাতে ঠেকাই মাথা
মনে হয় বাবার মত কেউ বলে না
আয় খুকু আয় খুকু আয়।----২
আয়রে আমার সাথে গান গেয়ে যা
নতুন নতুন সুর নে শিখে নে
কিছুই যখন ভাল লাগবে না তোর
পিয়ানোয় বসে তুই বাজাবি রে
আয় খুকু আয় খুকু আয়।

সিনেমা যখন চোখে জ্বালা ধরায়
গরম কফির মজা জুড়িয়ে যায়।
কবিতার বইগুলো ছুঁড়ে ফেলি

মনে হয় বাবা যদি বলতো আমায়
আয় খুকু আয় খুকু আয়……২

আয়রে আমার সাথে আয় এখনই
কোথাও ঘুরে আসি শহর ছেড়ে।
ছেলেবেলার মত বায়না করে
কাজ থেকে নে না তুই আমায় কেড়ে
আয় খুকু আয় খুকু আয় ….. ২

দোকানে যখন আসি সাজবো বলে
খোঁপাটা বেঁধে নিই ঠাণ্ডা হাওয়ায়।
আরশিতে যখনই চোখ পড়ে যায়
মনে হয় বাবা যেন বলছে আমায়
আয় খুকু আয় খুকু আয়….. ২

আয়রে আমার কাছে আয় মামনি
সবার আগে আমি দেখি তোকে।
দেখি কেমন খোঁপা বেঁধেছিস তুই
কেমন কাজল দিলি কালো চোখে।
আয় খুকু আয় খুকু আয়……২

ছেলেবেলার দিন ফেলে এসে
সবাই আমার মত বড় হয়ে যায়।
জানিনা কজনে আমার মতন
মিষ্টি সে পিছু ডাক শুনতে যে পায়।
আয় খুকু আয় খুকু আয়…২

আয়রে আমার পাশে আয় মামনি
এ হাতটা ভাল করে ধর এখনি।
হারানো সেদিনে চল চলে যাই
ছোট্ট বেলা তোর ফিরিয়ে আনি।
আয় খুকু আয় খুকু আয় …২

BANGLADARS.COM

কি দেখি পাইনা ভেবে গো ওই মেঘের কালো বরণ
নাকি তোমার দুটি কাজল কালো নয়ন।
কি ভালো পাইনা ভেবে গো ওই ঝর্ণাধারার চলন
নাকি তোমার দুটি নূপুর বাজা চরণ।

দূরে ওই নীল আকাশে লক্ষ তারা জ্বালা।
কাছে এই নীলাম্বরী চুমকি জরি ঢালা।
অপরূপ চন্দ্রকলা, না তোমার চন্দ্রহারের গড়ন।
কি দেখি পাইনা ভেবে গো ওই মেঘের কালো বরণ
নাকি তোমার দুটি কাজল কালো নয়ন।

তোমার কুমকুম লাল টিপ নাকি বনের দোপাটি
প্রজাপতির পাখা নাকি তোমার খোঁপাটি।
দূরে ওই দখিন হাওয়া ছন্দে বাজায় বাঁশী।
কাছে এই তোমার মুখের মিষ্টি মধুর হাসি।
পাখীদের ভালবাসা না তোমার ভালবাসার স্বপন।
কি দেখি পাইনা ভেবে গো ওই মেঘের কালো বরণ
নাকি তোমার দুটি কাজল কালো নয়ন।
কি ভালো পাইনা ভেবে গো ওই ঝর্ণাধারার চলন
নাকি তোমার দুটি নূপুর বাজা চরণ।

কেন দূরে থাক

BANGOBARSHA.COM

কে তুমি কে তুমি আমায় ডাক, কেন দূরে থাক
শুধু আড়াল রাখ।
কে তুমি কে তুমি আমায় ডাক, কেন দূরে থাক।

মনে হয় তবু বারে বারে এই বুঝি এলে মোর দ্বারে।---২
সে মধুর স্বপ্ন ভেঙো নাকো।
কেন দূরে থাক শুধু আড়াল রাখ
কে তুমি কে তুমি আমায় ডাক, কেন দূরে থাক।

ভাবে মাধবী সুরভি তার বিলায়ে, যাবে মধুপের সুরে সুরে মিলায়ে।---২
তোমারই ধেয়ানে ক্ষণে ক্ষণে, কত কথা জাগে মোর মনে।---২
চোখে মোর ফাগুনের ছবিটি আঁক।
কেন দূরে থাক, শুধু আড়াল রাখ।
কে তুমি কে তুমি আমায় ডাক, কেন দূরে থাক।

কে যেন গো ডেকেছে আমায়
মানে না নয়ন কেন
ফিরে ফিরে চায়।
মরমীয়া...মরমীয়া...কেন
লাগে না যে ভালো লাগে না---২
ফাগুন কেন ভালো লাগে না।---২
ফাগুন আগুন লাগে
মন কোনো কাজে লাগে না।
কি করিতে কি যে হয়ে যায়।

দরদীয়া...বলো...দরদীয়া...বলো বলো
দরদীয়া বলো বলো বলো বলো
সে কি এলো, সে কি এলো না।----২
এলো না কেন বোঝে না যে মন।----২

BANGLADARSHAN.COM

মন যদি বোঝে তবু
এ নয়ন কেন বোঝে না...হায়।----২
পথ পানে চেয়ে দিন যায়।
মানে না নয়ন কেন
ফিরে ফিরে চায়।

কোন এক গাঁয়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো।
রূপকথা নয় সে নয়।
জীবনের মধুমাসের কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা
শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো।

একটুখানি শ্যামল ঘেরা কুটিরে তার স্বপ্ন শত শত
দেখা দিত ধানের শীষের ইশারাতে।
দিবা শেষে কিষাণ যখন আসতো ফিরে
ঘি মউ-মউ আম কাঁঠালের পিঁড়িটিতে বসতো তখন
সবখানি মন উজাড় করে দিত তারে কিষাণী।
সেই কাহিনী শোনাই শোনো।

ঘুঘু ডাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি কোন মায়া ভরে
শ্রান্তজনে হাতছানিতে ডাকত কাছে আদর করে সোহাগ ভরে।

নীল শালুকে দোলন দিয়ে রঙ ফানুসে ভেসে।
ঘুমপরী সে ঘুম পাড়াত এসে কখন যাদু করে।
ভোমরা যেত গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে।
আকাশে বাতাসে সেথায় ছিল পাকা ধানের বাসে বাসে সবার নিমন্ত্রণ।

BANGLADARSHAN.COM

সেখানে বারোমাসে তেরো পাবণ আষাঢ় শ্রাবণ কি বৈশাখে।
গাঁয়ের বধুর শাঁখের ডাকে লক্ষ্মী এসে ভরে দিত
গোলা সবার ঘরে ঘরে হায়রে কখন
এল শমন অনাহারের বেশেতে সেই কাহিনী শোনাই শোনো।

ডাকিনী যোগিনী এল শত নাগিনী
এল পিশাচেরা এলরে শত পাকে বাঁধিয়া
নাচে তাথা তাথিয়া নাচে তাথা তাথিয়া নাচেরে নাচে রে।

কুটিলের মন্ত্রে শোষণের যন্ত্রে
গেল প্রাণ শতপ্রাণ গেল রে।

মায়ার কুটিরে নিল রস লুটিরে মরুর রসনা এলো রে।

হায় সেই মায়া ঘেরা সন্ধ্যা ডেকে যেত কত নিশিগন্ধা।
হায় বধু সুন্দরী কোথায় তোমার সেই মধুর জীবন মধুছন্দা।

হায় সেই সোনাভরা প্রান্তর, সোনালি স্বপনভরা অন্তর।
হায় সেই কিষাণের কিষাণীর জীবনের ব্যথার পাষাণ আমি বহি রে।

আজও যদি তুমি কোনো গাঁয়ে দেখো ভাঙা কুটিরের সারি।
জেনো সেইখানে সে গাঁয়ের বধুর আশা স্বপনের সমাধি।

কোন পাখী ধরা দিতে চায়,
অসীম আকাশ ফেলে সোনার খাঁচায়
তুমি তার নাম বলে দাও, দাও, দাও।
কোন পাখী ধরা দিতে চায়,
অসীম আকাশ ফেলে সোনার খাঁচায়

BANGODARSHAN.COM

তুমি তার নাম বলে দাও, দাও, দাও।

আমার পথটি দূরে অজানা আঁধারে মিশে যায়,
ভুল নামে পিছু থেকে কে জানে কে ডেকেছে আমায়।
আমার পথটি দূরে অজানা আঁধারে মিশে যায়,
ভুল নামে পিছু থেকে কে জানে কে ডেকেছে আমায়।
যে ডাক শিকল হয়ে বেঁধে নিতে চায়।
তুমি তার নাম বলে দাও, দাও, দাও।
কোন পাখী ধরা দিতে চায়,
অসীম আকাশ ফেলে সোনার খাঁচায়
তুমি তার নাম বলে দাও, দাও, দাও।
কোন পাখী ধরা দিতে চায়,

যদি দূরের ডাকের মত অতি কাছে,
পুরোন চিঠির কোণে দেখ কারও নাম লেখা আছে।
তার স্মৃতির পরশটুকু রেখে গেছে,
হারানো দিনের মাঝে দেখো তার নীড় বাঁধা আছে।

পেয়েছি অনেক কিছু তবুও আরও কি মন চায়
পথের পাথেয় বুঝি আরও কিছু বাকী থেকে যায়।
যে গান চোখের কোলে বাঁধ ভেঙে দেয়
তুমি তার নাম বলে দাও, দাও, দাও।
কোন পাখী ধরা দিতে চায়,
অসীম আকাশ ফেলে সোনার খাঁচায়
তুমি তার নাম বলে দাও, দাও।
কোন পাখী ধরা দিতে চায়,

BANGODARSTAN.COM

কোনদিন বলাকারা অত দূরে যেত কি ওই আকাশ না ডাকলে।
তাই বলি কোন বাঁশী সুর খুঁজে পেত কি কারও নূপুর না থাকলে।

কখনও কুঞ্জে এসে ফুলের গন্ধ নিয়ে বোঝনি তো।
হাওয়ার পরশ বিনা কে তার মূল্য বলো এনে দিত।
বুকে করে রাখত কে সুরভিত কেতকী এই বাতাস না রাখলে।
তাই বলি কোন বাঁশী সুর খুঁজে পেত কি কারও নূপুর না থাকলে।
কোনদিন বলাকারা অত দূরে যেত কি ওই আকাশ না ডাকলে।

পাহাড়ের এত পথ এত বাধা পেরিয়ে নদী কোথায় কি চলত।
মোহানার আহ্বান অঙ্গে তরঙ্গে যদি কথাই না বলত।
জেনেছি তাইত আমি নতুন ছন্দ কেন এল মনে।
আমি যে ধন্য ওগো তোমার স্বপ্ন ভরা এ জীবনে।
মিলনের রূপকথা রাঙা হত এত কি মনে সে রঙ না আঁকলে।
তাই বলি কোন বাঁশী সুর খুঁজে পেত কি কারও নূপুর না থাকলে।
কারও নূপুর না থাকলে।
কোনদিন বলাকারা অত দূরে যেত কি ওই আকাশ না ডাকলে।

কত রাগিণীর ভুল ভাঙাতে, বাঁশী ভরে গেছে আঘাতে।
প্রজাপতি পেল যে ব্যথা, কাঁটা বনে ফুল জাগাতে।
কত রাগিণীর ভুল ভাঙাতে বাঁশী ভরে গেছে আঘাতে।
প্রজাপতি পেল যে ব্যথা, কাঁটা বনে ফুল জাগাতে।
তবু সুখ তাতেই ভরেছে মোর বুক।

দীপের গর্ব বাড়িয়ে কত শিখা গেছে হারিয়ে।
কত মেঘ ঝরে গেছে গো আকাশে নীল আভা লাগাতে।
তবু সুখ তাতেই ভরেছে মোর বুক।

BANGLADARSHAN.COM

তুফান তোমার সাগরে, তবু মোর হিয়া ডুব দিল যে
তোমার মনের অতলে ঝিনুকে মুকুতা ছিল যে।
হয়তো বা ফেরা হবে না, কূলের ঠিকানা রবে না। ---২
আলেয়া জেনেও জাগো গো, সে আলোর জয় জানাতে।
তবু সুখ তাতেই ভরেছে মোর বুক।
কত রাগিণীর ভুল ভাঙাতে, বাঁশী ভরে গেছে আঘাতে।
প্রজাপতি পেল যে ব্যথা, কাঁটা বনে ফুল জাগাতে।
তবু সুখ তাতেই ভরেছে মোর বুক।

কতদিন পরে এলে, একটু বসো। ----২
তোমায় অনেক কথা বলার ছিল যদি শোন।
কতদিন পরে এলে,

আকাশে বৃষ্টি আসুক গাছেরা উঠুক কেঁপে ঝড়ে। ----২
সেই ঝড় একটু উঠুক তোমার মনের ঘরে।
বহুদিন এমন কথা বলার ছুটি পায়নি যেন।

জীবনের যে পথ আমার
ছিল গো তোমার ছায়ায় আঁকা।
সেই পথ তেমনি আছে
সবুজ ঘাসে ঢাকা।

চেনা গান বাজলো যদি
বেজেই আবার থামবে কেন।

BANGLADARSHAN.COM

কথা কয়োনাকো, শুধু শোন
যেন বাতাসে পাঠানো কোন অলক পুরীর ফুলগন্ধা
অশ্রুসজল লিপি ছন্দা।
কথা কয়োনাকো, শুধু শোন।
যেন না বলা বাণীটি তার, কাঁদি চারিধার মরিছে ঘুরিয়া
ওগো নিতি অনিবার।
যেন না বলা বাণীটি তার, কাঁদি চারিধার মরিছে ঘুরিয়া
ওগো নিতি অনিবার।
যেন কম্পিত তরুশাখে মঞ্জীর তারই বাজে, চঞ্চল অলিকুল বন
যেন বাতাসে পাঠানো কোন অলক পুরীর ফুলগন্ধা
অশ্রুসজল লিপি ছন্দা।
কথা কয়োনাকো, শুধু শোন!

কবে মন যৌবন স্বপনে, এসেছিলে অলখে গোপনে ---২
স্মরণের মনোবীণা তার, যেন বারে বার খুঁজিছে কাঁদিয়া কারে আজি চারিধার
মম স্মরণের মনোবীণা তার, যেন বারে বার খুঁজিছে কাঁদিয়া কারে আজি চারিধার
যেন ঝরঝর বরষণ ক্লান্ত সমীরণ---২
চঞ্চল করি মোর মন,
যেন বাতাসে পাঠানো কোন অলক পুরীর ফুলগন্ধা
অশ্রুসজল লিপি ছন্দা।
কথা কয়োনাকো, শুধু শোন!

খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার, এই তোমাদের পৃথিবী
এর বাইরে জগত আছে, তোমরা মানো না।
তোমাদের কোন্ টা হাসি কোন্ টা ব্যথা,

BANGODARS.COM

কোন্ টা প্রলাপ কোন্ টা কথা
তোমরা নিজেই জানো না।

তোমরা পায়রা ওড়াও, বাজি পোড়াও,
কপালে আগুন দিয়ে মনও পোড়াও।

তোমাদের কোন্টা বাসর, কোন্টা হারেম,
কোন্টা নেশা, কোন্টা যে প্রেম
তোমরা নিজেই জানো না।

জানলার ঝিলমিলিটার পাখি তুলে
তোমরা তাকাও শুধু চোখের ভুলে।

তোমাদের কোন্টা আসল কোন্টা নকল,
কোন্টা শুধু জবর দখল
তোমরা নিজেই জানো না।

ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে
গল্প শোনার পালা এখন নিঃঝুম নিশি রাতে।
ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে।

এক যে আছে স্বপন পুরী, নেই কো সেথায় হাসি,
মালঞ্চে নেই ফুলের বাহার, বাতাস যে উদাসী।
এমন সময় ডালিমকুমার এলো বাঁশী হাতে।
গল্প শোনার পালা এখন নিঃঝুম নিশি রাতে।
ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে।

সোনার খাটে ঘুমায় কন্যা রূপার খাটে পা।
কুমার ডাকে জাগো জাগো কন্যা জাগে না।
মায়ার কাঠি ছোঁয়ালো তার কমল আঁখি পাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে।

বাঁশুরিয়া ডালিমকুমার বাজায় তখন বাঁশী।
নহবতে বাজলো সানাই, ফুটলো ফুলের হাসি।
নয়ন মেলে রূপকুমারী চাইলো জোছনাতে।
গল্প শোনার পালা এখন নিঃঝুম নিশি রাতে।
ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে।
ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে।

চলিতে চলিতে পথে তোমায় দেখে
কেন যে থমকে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম।
মনে মনে হল যেন কত যুগ যুগ ধরে
তোমায় দেখব বলে এখানে ছিলাম।

বৈশালী নগরে কত উপবনে
কাঞ্চি রাজ্যে আর কোশল দেশে
খুঁজেছি তোমায় আমি কতো কতো বার।
কখনো দাওনি দেখা কোথাও এসে।
সেই শিলালিপি থেকে আজকে আমি
নতুন আলোর এক কবিতা পেলাম।
চলিতে চলিতে পথে।

সুরসিকা নিপুনিকা কতো হাসি হেসেছে
বিলোল চাউনি আর ভুরু বিলাসে।
এতটুকু দাগ তবু কাটেনি মনে
ফিরেছি পান্থ আমি পথের পাশে।

BANGODARSHAN.COM

সেই পথ এতদিনে বলল আমায়
জীবনে প্রথম আমি পথ হারালাম।

চলে চলে মাঝখানে ঘাস উঠে পায়ে চলা পথ হয়ে যায়।
মনে হয় সেই পথে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পাব যে তোমায়।
চলে চলে –

কে তুমি কি তুমি তাও জানি না তো ---২
ভেবে ভেবে পার হয়ে যাব, পার হয়ে যাব কত ভাবনার সাঁকো
মাঝরাঙা মন যেন কাঁচ ভাঙা চোখে তার রঙ খুঁজে পায়
মনে হয় সেই পথে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পাব যে তোমায়।
চলে চলে –

সেই পথে জোনাকিরা আলো দেবে, হারিয়ে যাব তোমার কথাই ভেবে।
ঝাউপাতা সুরে সানাই ধরে নেবে, হারিয়ে যাব তোমার কথাই ভেবে।

এ রাতে কে জানে হাওয়া কি যে বলে ---২
ছায়াপথে কত তারা জ্বলে, তারা তো নয় পোখরাজ হীরে চুনি ঝলে
ধানসিঁড়ি মেঘ ভেঙে যাব আমি তোমারই সে দূর ঠিকানায়।
মনে হয় সেই পথে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পাব যে তোমায়।
চলে চলে মাঝখানে ঘাস উঠে পায়ে চলা পথ হয়ে যায়।
চলে চলে –

BANGLADARSTAN.COM

জানিনা কখন তুমি আমার চোখে
স্বপ্নের মায়া দিলে, পলকে হৃদয় নিলে।
জানিনা কখন তুমি আমার চোখে
স্বপ্নের মায়া দিলে, পলকে হৃদয় নিলে।
আমি যে ছড়িয়ে গেলাম ওই আকাশের অসীম নীলে।
জানিনা কখন তুমি আমার চোখে
স্বপ্নের মায়া দিলে, পলকে হৃদয় নিলে।

সেদিনও এমনই ছিল পূর্ণিমা, পূর্ণিমা।
খেয়ালের খেয়া আমার ছাড়িয়ে গেল দূর সীমা।
বুঝিনি কি হারালাম তোমার মনের অথৈ ঝিলে।
খেয়ালের খেয়া আমার ছাড়িয়ে গেল দূর সীমা।
বুঝিনি কি হারালাম তোমার মনের অথৈ ঝিলে।
জানিনা কখন তুমি আমার চোখে
স্বপ্নের মায়া দিলে, পলকে হৃদয় নিলে।
তখনও শিশির ছিল ফুলের বুকে
পাখীরা গান শোনাল মনের সুখে।
তখনও শিশির ছিল ফুলের বুকে
পাখীরা গান শোনাল মনের সুখে।
এ হিয়া হয়তো ছিল উন্মনা, উন্মনা।
সে প্রথম মন জাগানোর মধুর তিথি ভুলব না।
বুঝিনি এই জীবনের সব চাওয়াতেই তুমি ছিলে।
জানিনা কখন তুমি আমার চোখে
স্বপ্নের মায়া দিলে, পলকে হৃদয় নিলে।
আমি যে ছড়িয়ে গেলাম ওই আকাশের অসীম নীলে।
জানিনা কখন তুমি আমার চোখে
স্বপ্নের মায়া দিলে, পলকে হৃদয় নিলে।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনপুরের পথিক রে ভাই
কোন দেশে সাকিম নাই
কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।

খেয়াল পোকা যখন আমার মাথায় নড়ে চরে।
আমার তাসের ঘরের বসতি হে অমনি ভেঙ্গে পরে।

তখন তালুক ছেড়ে মুলুক ফেলে
হই রে ঘরের বার (বন্ধুরে) আমি।
কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।

মন চলে আগে আগে আমি পড়ে রই (বন্ধু)।
মন চলে আগে আগে আমি পড়ে রই।
সোনার পিঞ্জর দিলাম বাঁধে বাসা কই
পাখি বাঁধে বাসা কই।

অকূল গাঙ্গে ভাসলাম আমি
কূলের আশা ছাড়ি (বন্ধুরে) তবু।
কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।

ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস
আজকে হল সাথী
সাত মহলা স্বপ্নপুরীর
নিভলো হাজার বাতি।

BANGODARSHAN.COM

রুদ্রবীণার ঝংকারেতে
ক্ষুব্ধ জীবন উঠলো মেতে
সকল আশার রঙিন নেশা
ঘুচলো রাতারাতি।

আকাশ জুড়ে দীর্ঘশ্বাসে
মাদল হল সুরু
সুরের স্বপন ভাঙ্গলো শুনে
মেঘের গুরুগুরু

উঠছে ভুলের ঘূর্ণি হাওয়া
সকল চাওয়া সকল পাওয়া
শুকনো পাতার মর্মরে আজ
করছে মাতামাতি।

ডাগর ডাগর চোখে কেন কাজল দিলে?
অমন ডাগর ডাগর চোখে কেন কাজল দিলে?
কালো এ চোখটা থেকে কাজল কালো কি?
দেখাতাম ও মুখ হাতে আয়না পেলে।

যেখানে পলাশকলি সারা বছর ফোটে।
লাভ কি রঙ লাগিয়ে অমন রাঙা ঠোঁটে।
পলাশের কলির চেয়েও ও রঙ রাঙা কি?
দেখাতাম ও মুখ হাতে আয়না পেলে।
ডাগর ডাগর চোখে কেন কাজল দিলে
অমন ডাগর ডাগর চোখে কেন কাজল দিলে?

BANGLADARSHAN.COM

উড়ো মেঘ যে চুলেতে এমনি বসে থাকে।
চিরুণীর আঁচড় দিয়ে ছড়াও কেন তাকে।
যে মুখে দিনে রাতে জোছনা ঝরে পড়ে।
চন্দন সেথায় কেন মাখলে অমন করে।
মুখের ওই জোছনা থেকেও ও রঙ সাদা কি।
বল মুখের ওই জোছনা থেকেও ও রঙ সাদা কি?
দেখাতাম ও মুখ হাতে আয়না পেলে।

তারে বলে দিও,
সে যেন আসে না আমার দ্বারে।

ওই গুনগুন সুরে মন হাসে না।

তারে বলে দিও,
সে যেন আসে না আমার দ্বারে।

গা মা পা মা গা রে
(কিরে থামলি কেন? বাজা)
গা মা পা মা গা রে
সা রে মা গা রে গা
রে সা রে সা নি সা।
ওই ফুল মালা দিল শুধু জ্বালা
ধুলায় সে যাক ঝরে যাক না।

BANGLADARSHAN.COM

এই ভাঙ্গা বাঁশী ভোলে যদি হাসি
ব্যথায় সে থাক ভরে থাক না
জানি ফাগুন আমায় ভালোবাসে না।

তারে বলে দিও সে যেন আসে না আমার দ্বারে
তারে বলে দিও মন কেন হাসে না।

গা মা পা মা গা রে
সা রে মা গা রে গা
রে সা রে সা নি সা।
নেই আলো চাঁদে যেন রাত কাঁদে
এ আঁধার শেষ তবু হয় না।
যায় প্রেম সরে ফাঁকি দেয় মোরে
এই ব্যথা প্রাণে সয় না।
হায় স্বপ্নে আঁখি আর ভাসে না।

তারে বলে দিও,
সে যেন আসে না আমার দ্বারে।

ওই গুনগুন সুরে মন হাসে না।

তারে বলে দিও,
সে যেন আসে না আমার দ্বারে।

তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই
বাতাসেও নেই সাড়া।
জেগে জেগে যেন কথা বলে ওই
দূর আকাশের তারা।
তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই।

BANGODARS.COM

দুজনেই কাছে তবু কত যেন দূর
মুকুলের কানে মৌমাছি আনে সুর
তোমার আঁখির পল্লবে মোর
তোমার আঁখির পল্লবে মোর আঁখি যে নিমেষে হারা।
জেগে জেগে যেন কথা বলে ওই
দূর আকাশের তারা।
তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই।

তোমার আমার মতনই যেন গো
এ রাতের ভাষা নাই;
কথা হারা এই স্বপ্নের মাঝে
নিজেরে হারাতে চাই।

জানিনাতো কেন দিলে তুমি মোরে ফুল
এ রাতের শেষে মনে হবে এতো ভুল
হাসি দিয়ে যার শুরু হয় সে তো --- ২
আঁখি জলে হায় সারা।
জেগে জেগে যেন কথা বলে ওই
দূর আকাশের তারা।
তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই।

তোমার ভুবনে মা গো এত পাপ
এ কি অভিশাপ, নাই প্রতিকার।
মিথ্যারই জয় আজ সত্যের নাই তাই অধিকার।

কোথায় অযোধ্যা কোথা সেই রাম
কোথায় হারালো গুণধাম।
এ কি হলো, এ কি হলো
পশু আজ মানুষেরই নাম।
সাবিত্রী সীতার দেশে, দাও দেখা তুমি এসে

BANGLODARSTANI.COM

শেষ করে দাও এই অনাচার।
তোমার ভুবনে মা গো এত পাপ
এ কি অভিশাপ, নাই প্রতিকার।
মিথ্যারই জয় আজ সত্যের নাই তাই অধিকার।
তোমার কঠিন হাতে বজ্র কি নাই
হিংসার কর অবসান।
তোমার এ পৃথিবীতে যারা অসহায়
তুমি মা তাদের কর ত্রাণ।
চরণ তীর্থে তব এবার শরণ লব
দুর্গম এই পথ হবো পার।
তোমার ভুবনে মা গো এত পাপ
এ কি অভিশাপ, নাই প্রতিকার।
মিথ্যারই জয় আজ সত্যের নাই তাই অধিকার।

তুমি এলে অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এল।
তুমি এলে অনেক কথা এলোমেলো মনে হল।

মনে আছে অনেক আগে প্রশ্ন করেছিলে।
তুমি আপনি এসে নিজে ওগো তারই জবাব দিলে।
এলো রাতের শেষে চুপিসারে যেন দিনের আলো।

দিন যে আমার আজকে হলো দিন।
একটু বসো কাছে আমার অনেক কথা আছে।
তোমার সময় থেকে কিছু সময় আমায় দিয়ো ঋণ।

হঠাৎ কখন আমার আঁধার রাত্রি হয়ে গেছে।
আমি বুঝতে পারিনি যে আমি বলতে জানিনা যে।
আমার অনেক কাজের মাঝে যেন হঠাৎ ছুটি হল।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি কি যে বলো বুঝিনা।
তুমি কি যে বলো বুঝিনা।
তোমার মুখের পানে চাহিলে
আমি কিছু শুনিনা।
কি যে বলো বুঝিনা।

হয়ত অনেক কথা দিয়ে যাও
আমারও মনের কথা নিতে চাও।
দুটি হৃদয়ের কথামালা
হৃদয়ে গাঁথা থাকে পরিনা পরাতে পারিনা।
তুমি কি যে বলো বুঝিনা।

তার চেয়ে চোখে নয় রাখ চোখ।
এভাবেই দুজনার কথা হোক।
শুধু বুক ভরা ভালবাসা
যেখানে পাঠায় ভাষা
সে ভাষায় হেসো বলিনা।
তুমি কি যে বলো বুঝিনা।

তুমি যাবেই চলে আমি জানতাম।
আমি জানতাম আমি জানতাম।
যেমন করে চলে গেছে
কালবোশেখীর সেই ঝড়

BANGODARSHAN.COM

আমি জানতাম।
তুমি ভেঙ্গেই দেবে আমি জানতাম।
আমি জানতাম আমি জানতাম।
যেমন করে হঠাৎ এসে যে হাওয়ায়
ভেঙ্গে গেছে ঘর আমি জানতাম।
তুমি যাবেই চলে আমি জানতাম।

আমি দেখতাম আমি দেখতাম।
একটু একটু করে মেঘ
মনের আকাশে বাসা বাঁধছে
অকারণ অভিমানে কাঁদছে।
সেই ভাল, মুছে যাক ফেলে আসা সব অবসর।
আমি জানতাম আমি জানতাম।
তুমি যাবেই চলে আমি জানতাম।

আমি বুঝতাম আমি বুঝতাম
একটু একটু করে ভুল, ভুলের প্রাসাদ গড়ে তুলছে।
সে প্রাসাদ হাওয়া লেগে দুলছে।
সেই ভাল ভেঙ্গে যাক ভুলে ভরা সেই বালুচর।
আমি জানতাম আমি জানতাম।
তুমি যাবেই চলে আমি জানতাম।
তুমি ভেঙ্গেই দেবে আমি জানতাম।

দোষ দিও না আমায় বন্ধু, আমার কোন যে দোষ নাই।
তার কাছে রাখিলাম এ মন, তার কাছেতে চাই গো।
শহর গঞ্জ দোকান পাতি খুঁজে খুঁজে মরি।
হাটে বাটে ঘুরলাম কত এখন ঘরে ফিরি।
এই দোকানদারি বেচাকেনায় কোন যে দাম নাই
আমার কোন দাম নাই।

BANGODARSHAN.COM

তার কাছে রাখিলাম এ মন, তার কাছেতে চাই গো।
দোষ দিও না আমায় বন্ধু।

সবার ঘরে জ্বলে বাতি, আঁধার আমার ঘর।
ভালবাসা সতীন আমার, সুখ যে আমার পর।
তোমার ঘরে সুখের বাতি যেন নেভে না কো।
আনন্দ পাখীটা বন্ধু বন্দী করে রাখো।
তুমি আনন্দ পাখীটা বন্ধু বন্দী করে রাখো।
সুখে থাক তুমি বন্ধু, আমি চলে যাই, আমি চলে যাই।

দুরন্ত ঘুর্ণির এই লেগেছে পাক
এই দুনিয়া ঘোরে বন্‌বন্‌ বন্‌বন্‌
ছন্দে ছন্দে কত রঙ বদলায়, রঙ বদলায়।

কখনও পিঙ্গল কখন সবুজ
কখন বুঝি আর কখন অবুঝ
হৃদয় দিলে যার হৃদয় মেলে
হৃদয় যাবে সে কাল পথে ফেলে
গোলক ধাঁধার ভাই তাই লেগেছে তাক
এই দুনিয়া ঘোরে বন্‌বন্‌ বন্‌বন্‌
ছন্দে ছন্দে কত রঙ বদলায়, রঙ বদলায়।

ওই ঘুরন্ত নাগর দোলায়
কখন কাঁদায় আর কখন ভোলায়।
কখন সাদা আর কখন কালো
কখন মন্দ যে কখন ভালো।
জীবন জুয়ায় বীর জিতে গেলে।
বোকার হদ্দ যদি হেরে গেলে।

BANGODARSHAN.COM

কপাল মন্দ আজ, তাই চিচিং ফাঁক
এই দুনিয়া ঘোরে বন্‌বন্‌ বন্‌বন্‌
ছন্দে ছন্দে কত রঙ বদলায়, রঙ বদলায়।

ধিতাং ধিতাং বোলে
কে মাদলে তান তোলে।
কার আনন্দে উচ্ছলে আকাশ ভরে জোছনায়।
আয় ছুটে সকলে
এই মাটির ধরা তলে
আজ হাসির কলরোলে নূতন জীবন গড়ি আয়।
আয় রে আয়, লগন বয়ে যায়,
মেঘ গুড় গুড় করে চাঁদের সীমানায়।
পারুল বোন ডাকে চম্পা ছুটে আয়,
বর্গীরা সব হাঁকে, কোমর বেঁধে আয়।
আয় রে আয়, আয় রে আয়,
আয় রে আয়।

ধিনাক না তিন তিনা
এই বাজায় প্রাণবীণা-
আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায়;
এদেশ তোমার আমার
এই আমরা ভরি খামার
আর আমরা গড়ি স্বপন দিয়ে সোনার কামনায়।

আয় রে আয়, লগন বয়ে যায়,
মেঘ গুড় গুড় করে চাঁদের সীমানায়।
পারুল বোন ডাকে চম্পা ছুটে আয়,
বর্গীরা সব হাঁকে, কোমর বেঁধে আয়।
আয় রে আয়, আয় রে আয়,
আয় রে আয়।

BANGLADARSHAN.COM

ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন বাজে ঝড়ের ঢাক
তার সাথে ওই কাঁসি বাজায় ঝিঁঝি পোকার ডাক।
ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন বাজে ঝড়ের ঢাক
তার সাথে ওই কাঁসি বাজায় ঝিঁঝি পোকার ডাক।
বিদ্যুৎ বউ মুচকি হাসে মেঘ চিকেরই ফাঁকে।
কবির লড়াই চলছে যে ওই কে বা হারায় কাকে।
এক পক্ষে বজ্র কবি ----২
আর তার পাগলা অলির ঝাঁক।
ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন বাজে ঝড়ের ঢাক
তার সাথে ওই কাঁসি বাজায় ঝিঁঝি পোকার ডাক।

শুনাও হে সব কইল হেঁকে বজ্র কবিয়াল।
সবল যে গো তাহারই হয় জয় তো চিরকাল।
এই আসরে মক্ষীরাণী পালটা জবাব দেয়।
তাই তো শেষে পায় না পানি তোমার তরীর হাল।
ফের কেন আর -২
বড়াই কর ঢের হয়েছে ঢাল।
ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন বাজে ঝড়ের ঢাক
তার সাথে ওই কাঁসি বাজায় ঝিঁঝি পোকার ডাক।

বজ্র বলে হাসছ কেন প্রমাণ যদি চাও।
শাস্ত্র পুরাণ সহায় আমার বচন শুনে যাও।
সবল আমি আমার কাছে কেউ ভেড়ে না তাই।
এই দেখ না হাতে হাতেই প্রমাণ দিয়ে যাই।
এই না শুনে-২ গোটা আসর হল হতবাক।
ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন বাজে ঝড়ের ঢাক
তার সাথে ওই কাঁসি বাজায় ঝিঁঝি পোকার ডাক।

এবারেতে জবাবে ওই মক্ষীরাণী কয়।

BANGLADESHAN.COM

জ্ঞানের কথা বেশ বলেছ কবি মহাশয়।
তোমার হাতে মাটির হাতে ফুল ও পাতা ঝড়ে।
আমার গানে মিষ্টি সুরের স্বপ্নে তারা ভরে।
তোমার আমার --২ মধ্যিখানে এইটুকু যা ফাঁক।
ধিন কেটে ধিন ধিন কেটে ধিন বাজে ঝড়ের ঢাক
তার সাথে ওই কাঁসি বাজায় ঝিঁঝি পোকার ডাক।

নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী
আর পৃথিবীর পরে ওই নীল আকাশ।
তুমি দেখেছ কি?

আকাশ আকাশ শুধু নীল ঘন নীল নীল আকাশ।
সেই নীল মুছে দিয়ে আসে রাত,
পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে।
তুমি দেখেছ কি।

তুমি রাতের সে নীরবতা দেখেছ কি?
শুনেছ কি রাত্রির কান্না
বাতাসে বাতাসে বাজে।
তুমি শুনেছ কি?

নিবিড় আঁধার নেমে আসে ছায়া ঘন কালো রাত।
কলরব কোলাহল থেমে যায় নিশীথ প্রহরী জাগে।
তুমি দেখেছ কি?
সেই বেদনার ইতিহাস শুনেছ কি?
দেখেছ কি মানুষের অশ্রু শিশিরে শিশিরে ঝরে।
তুমি দেখেছ কি?

BANGODARSHAN.COM

অসীম আকাশ তারই নীচে চেয়ে দেখ ঘুমায় মানুষ।
জাগে শুধু কত ব্যথা হাহাকার।
ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট আশাকে রাখে খবর তার। ,
তুমি দেখেছ কি?
আর শুনেছ কি মানুষের কান্না, বাতাসে বাতাসে বাজে।
তুমি শুনেছ কি?
নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী
আর পৃথিবীর পরে ওই নীল আকাশ।
তুমি দেখেছ কি?

সাগর থেকে ফেরা। প্রেমেন্দ্র মিত্র ----

নীল নীল নীল !

সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝিনা
ফিকে গাঢ় হরেক রকম কম বেশী নীল।
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল।
ক'টা গাঙচিল।

সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝিনা
ফিকে গাঢ় হরেক রকম কম বেশী নীল।
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল।
কটা গাঙচিল।
নীল নীল নীল!
ভাবি, বলি সাগরের ইচ্ছে,

BANGODARSHAN.COM

সাদা ফেনা থেকে যেন শাঁখ মাজা ডানা মেলে আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে।
মিথ্যেই, মিল খোঁজা মন চায় উপমা।
নেই নেই!
হৃদয় দু চোখ হয়ে শুধু গেয়ে ওঠে, সেই সেই।
মাটি গাছ তীর সব একেবারে ফেলে দিয়ে আসা।
সুবিশাল ডানা মুড়ে নোনা ঢেউ-এ আলগোছে ভাসা।
কূল ছাড়া জল আর মেঘ তারা হাওয়া নিয়ে থাকা।
সময়ের নীলে শুধু উদ্দাম অবিরাম আলপনা আঁকা।
কি যেন কি যেন ঠিক মন দিয়ে জানতে না জানতে,
স্টীমার পৌঁছে যায় আজ কাল পরশুর প্রান্তে।
কি যেন কি যেন ঠিক মন দিয়ে জানতে না জানতে,
স্টীমার পৌঁছে যায় আজ কাল পরশুর প্রান্তে।
নীল নীল, নীল!

নীলামবালা ছ আনা, লে লো বাবু ছ আনা
আরে যা নেবে তাই ছ আনা, এই চুনো বাছো ছ আনা,
নীলামবালা ----

নীলামবালা ছ আনা, আরে দে দো বাবু ছ আনা
যা নেবে তাই ছ আনা, এই চুনো বাছো ছ আনা,
নীলামবালা ----

এই তো আছে রঙীন ফিতে, খোঁপার কাঁটা, কানের দুল
প্রিয়ার চোখে দুঃখ কেন রুক্ষ কেন মাথার চুল।
এই তো আছে রঙীন ফিতে, খোঁপার কাঁটা, কানের দুল
প্রিয়ার চোখে দুঃখ কেন রুক্ষ কেন মাথার চুল।

BANGLADARSHAN.COM

এই তো আছে স্নো পাউডার, কসমেটিক আর লিপিস্টিক,
আলতা সিঁদুর আয়না সাবান মা বোনেদের নজরানা।
নীলামবালা ----

নীলামবালা ছ আনা, আরে দে দো বাবু ছ আনা
যা নেবে তাই ছ আনা, এই চুনো বাছো ছ আনা,
নীলামবালা ----

গোমড়া মুখে ছোট্ট খুকী ফেলছ কেন চোখের জল।
আমি তোমায় দিতে পারি ঝুমঝুমি আর খেলার বল।
গোমড়া মুখে ছোট্ট খুকী ফেলছ কেন চোখের জল।
আমি তোমায় দিতে পারি ঝুমঝুমি আর খেলার বল।
হাতী ঘোড়া বাঘ ভাল্লুক, ময়না টিয়া পাখীর দল।
খেলাঘরের জলি পুতুল দাও না বিয়ে নেই মানা।
নীলামবালা ----

নীলামবালা ছ আনা, আরে দে দো বাবু ছ আনা
যা নেবে তাই ছ আনা, এই চুনো বাছো ছ আনা,
নীলামবালা ----

ঘর সাজাবার স্বপ্ন দেখো, কোথায় আমার গরীব ভাই।
হাতা বেড়ি খুন্তি কড়াই, থালা বাসন আর কি চাই।
ঘর সাজাবার স্বপ্ন দেখো, কোথায় আমার গরীব ভাই।
হাতা বেড়ি খুন্তি কড়াই, থালা বাসন আর কি চাই।
জাত বিচার না থাকলে, ঘটি বাটি গেলাস নাও।
ছ আনাতে দুনিয়া বেচি, আমার দামই অজানা।
নীলামবালা ----
নীলামবালা ছ আনা, আরে লে লো বাবু ছ আনা
যা নেবে তাই ছ আনা, এই চুনো বাছো ছ আনা,
নীলামবালা ----
নীলামবালা ছ আনা, আরে লে লো বাবু ছ আনা
যা নেবে তাই ছ আনা, এই চুনো বাছো ছ আনা,
নীলামবালা ----

BANGLADARSHAN.COM

নতুন নতুন রঙ ধরেছে সোনার পৃথিবীতে
যেন ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে
নীল আকাশের গায়ে
আমায় দেখতে দাও
ঐ মন ভোলানো রামধনু রঙ
দেখতে দাও।

দুচোখ ভরে দেখবো আমি
শিশুর মুখে হাসি
বুক ভরানো স্নেহ মায়া
স্বপ্ন রাশি রাশি
সব পেয়েছির স্বর্গ আমার
মাটির সীমানায়
আমায় দেখতে দাও।

এ মন আমি বিছিয়ে দিলাম
সবার চলার পথে
তোমরা এসো খোলা হাওয়ায়
খেয়াল খুশির রথে এসো
তোমরা এসো
আনন্দের এই নতুন দেশে
সাতশো তলা গড়ে
সুখে থাকো তোমরা সবাই
পরকে আপন করে।
আমায় দিও এক খানি ঘর
নিচের মহলায় --
আমায় দেখতে দাও।

BANGLASONGS.COM

ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে
বলো কোথায় তোমার দেশ
তোমার নেই কি চলার শেষ।

তোমার কোনো বাঁধন নাই
তুমি ঘর ছাড়া কি তাই
এই আছো ভাঁটায় আবার
এই তো দেখি জোয়ারে।

এ কূল ভেঙ্গে ও কূল তুমি গড়
যার একূল ওকূল দুকূল গেল
তার লাগি কি কর।

আমায় ভাবছো মিছেই পর
তোমার নেই কি অবসর
সুখ দুঃখের কথা কিছু
কইলে না হয় আমারে।

বলো কোথায় তোমার দেশ
তোমার নেই কি চলার শেষ।

ও নদীরে,----

পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি
সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।

BANGODARSHAN.COM

পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি
সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।

নিষেধের পাহারাতে ছিলেম রেখে ঢেকে
সে কখন গেছে ফিরে আমায় ডেকে ডেকে।
নয়ন মেলে পাবার আশায় অনেক কেঁদেছি
এই নয়নে পাবো বলেই নয়ন মুদেছি।

চেনা শোনা জানার মাঝে কিছুই চিনি নি যে
অচেনায় হারায়ে তাই আবার খুঁজি নিজে।

সে যে গান শুনিয়েছিল হয়নি সেদিন শোনা
সে গানের পরশ লেগে হৃদয় হল সোনা।
রাগের ঘাটে ঘাটে তারে মিছেই সেধেছি
সুর হারাবো বলেই সেতার সুরে বেঁধেছি।
সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।
পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি।

পৃথিবীটা যেন এক মজার সংখ্যা এই পৃথিবী। ---২
একে গুণ কর ভাগ কর বিয়োগ কিম্বা যোগ
যাই কর ফল তার শূন্য।
উত্তর হয় নাকো অন্য।
এই পৃথিবী।
পৃথিবীটা যেন এক মজার সংখ্যা এই পৃথিবী।

আকাশের সাথে এই মাটিতে

BANGODARSHAN.COM

দেখেছি বিয়োগ করে কত বার।
উত্তরমালা খুলে দেখেছি,
শূন্য যে লেখা আছে ফল তার।
নিয়মটা গোঁজামিলে করিনি তো তো কোন বার শূন্য।
একে গুণ কর ভাগ কর বিয়োগ কিম্বা যোগ
যাই কর ফল তার শূন্য।
উত্তর হয় নাকো অন্য।
এই পৃথিবী।
পৃথিবীটা যেন এক মজার সংখ্যা এই পৃথিবী।

ভাগ করে দেখেছি, মানুষ আর প্রকৃতির সঙ্গে ---২
ভাগফল ভাগশেষ অদ্ভুত মিল তার শূন্যই দুজনার অঙ্গে।
ভাগ করে দেখেছি।
হৃদয়ের সাথে কোন হৃদয়ের যোগ করা যখনই শিখেছি
অঙ্কে সে হয়নি তো কোন ভুল, শূন্য যে বারে বার লিখেছি।
এ নিয়ম যেন সব নিয়মের ঊর্ধ্বে, অনন্য।
একে গুণ কর ভাগ কর বিয়োগ কিম্বা যোগ
যাই কর ফল তার শূন্য,
উত্তর হয় নাকো অন্য।
এই পৃথিবী।
পৃথিবীটা যেন এক মজার সংখ্যা এই পৃথিবী। ----৩

পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে

BANGODARSHAN.COM

পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে।
নীরব সুরের রামধনু শুধু
দিগন্তে ছবি আঁকে
পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে।

ফুলের সুরভি মায়া
উদাসী হাওয়ায় মন ভরে দেয়
অরণ্যে কাঁপে ছায়া।
অরুণ আলো ব্যথিত প্রেমের
কমলিনী মুখ ঢাকে
পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে।

ওগো প্রেম তুমি স্বপনের মায়ামৃগ
আজো বনপথে মায়া হরিণীর
ঠিকানা দেবে না কিগো।

ফিরে এসো তবে গানে
আকাশ কাঁপানো বাতাস কাঁপানো
সুরভিত অভিমানে।
মন যে দিল না একি পরিহাস
মন দিতে যাওয়া তাকে।
পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে।
পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে।

পথের ক্লান্তি ভুলে
স্নেহভরা কোলে তব
মাগো কবে বল শীতল হব।
কত দূর আর কত দূর, বলো মা।

BANGODARS.COM

আর আঁধারের ভ্রুকুটিতে ভয় নাই
মাগো তোমার চরণে জানি পাবো ঠাঁই
যদি এ পথ চলিতে কাঁটা বেঁধে পায়
হাসি মুখে সে বেদনা সব।
কত দূর আর কত দূর, বলো মা।

চিরদিন মাগো তব করুণায়
ঘরছাড়া প্রেম, দিশা খুঁজে পায়
ঐ আকাশে যদি মা কভু ওঠে ঝড়
সে আঘাত বুকে পেতে লব।
কত দূর আর কত দূর, বলো মা।

মাগো যতই দুঃখ তুমি দেবে দাও
তবু জানি কোলে শেষে তুমি টেনে নাও।
মাগো যতই দুঃখ তুমি দেবে দাও
তবু জানি কোলে শেষে তুমি টেনে নাও।
মাগো তুমি ছাড়া এ আঁধারে গতি নাই
তোমায় কেমনে ভুলে রব।
কত দূর আর কত দূর, বলো মা।

ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম ---২
তোমার দেওয়া দুঃখের কমল বুকে ধরিলাম।
ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম।
সুখের সিন্দুর দিতে মাথায়, যেন আমায় মনে পড়ে না ---২
সে দিনের কোন মায়া, মন যেন ধরে না।
অনেক সুখে এখন আমার চোখে এল জল।---২

BANGODARSHAN.COM

সেই চোখের জলে মালা গেঁথে গলায় পরিলাম।
ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম।

ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত হয়ে,
ফুটে থেকো বন্ধু তুমি নতুন আঙিনায়,
আমার শুভ আশায় যেন তোমার জীবন মধুর হয়ে যায়।
মনকে আমি প্রদীপ করে জ্বেলে দিলাম তোমার বাসরে।---২
সেই আলোতে মুখ দেখো গো তোমরা পরস্পর।
এই নেভা দীপের কালি আমার হোক না পুরষ্কার।
নেভা দীপের কালি আমার হোক না পুরষ্কার।
আজ সে কলঙ্ক বুকে করেই আমি চলিলাম।
ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম।
ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী ফুলের মত নাম।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একক:

বিধিরে এই খেয়া বাইব কত আর।
সবাইকে পার কর তুমি তোমায় কে করে পার।
বিধিরে এই খেয়া বাইব কত আর।
এই খেয়া বাইব কত আর।

এই খেয়া আমার পিতা মাতা, খেয়া আমার অন্নদাতা,
জনম ভরে জেনে গেলাম খেয়াই আমার সংসার।---২
তবু বিধি তোমার কাছে, একটি আমার নালিশ আছে রে
ও বিধিরে ---
এই খেয়া বাইব কত আর। ---২

এই খেয়া আমার ঘর বাড়ী হায় বাতাসটা তার ছাদ।
দিনের বেলায় সুরজ হাসে রে আর নিশীথ রাতে চাঁদ।

BANGLADARSHAN.COM

জোয়ার ভাটায় সুখে দুখে, ধরি যে হাল হাসি মুখে।
কখন কাঁদি কখন হাসি আমি কখন কাঁদি কখন হাসি
খোঁজ রাখে কে তার।
তবু বিধি তোমার কাছে, একটি আমার নালিশ আছে রে
ও বিধিরে ---
এই খেয়া বাইব কত আর। ---২

বিধিরে এই খেয়া বাইব কত আর।
সবাইকে পার কর তুমি তোমায় কে করে পার।
বিধিরে এই খেয়া বাইব কত আর।
এই খেয়া বাইব কত আর।

শ্যামল মিত্রের সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈতকণ্ঠে:

সবাইকে পার কর তুমি তোমায় কে করে পার।
বিধিরে এই খেয়া বাইব কত আর।
এই খেয়া বাইব কত আর।

এই খেয়া আমার পিতা মাতা, খেয়া আমার অন্নদাতা,
জনম ভরে জেনে গেলাম খেয়াই আমার সংসার।---২
তবু বিধি তোমার কাছে, একটি আমার নালিশ আছে রে
ও বিধিরে ---
এই খেয়া বাইব কত আর। ---২

জোয়ার ভাটায় সুখে দুখে, ধরি যে হাল হাসি মুখে।
কখন কাঁদি কখন হাসি আমি কখন কাঁদি কখন হাসি
খোঁজ রাখে কে তার।
খেয়ার মাঝি নও তুমি গো তুমি ভালবাসা।
বন্ধুটিরে মালায় বেঁধে কর যাওয়া আসা।

GANGODARSHAN.COM

বন্ধুটিরে মালায় বেঁধে কর যাওয়া আসা।
নদীটা যে জীবন আর খেয়া হল মন। ----২
এই বুঝেছি সার আমি এই বুঝেছি সার।
বিধিরে ----- ও বিধিরে ----
এই খেয়া বাইব কত আর।

বিষ্ণুপ্রিয়া গো, আমি চলে যাই -
আমি চলে যাই --
তুমি আছ ঘুম ঘোরে, আমি চলে যাই ---২
শ্যামের বিরহ লাগি, বিরহ বিলাই।
বিষ্ণুপ্রিয়া গো, আমি চলে যাই --
আমি চলে যাই --

কি আবেশে বাহুডোরে লতাইয়া ছিলে মোরে
জাগিয়া দেখিবে আমি নাই।
ললাটে কাঁকন হানি, সবারে কহিবে জানি --
কি নিঠুর নদের নিমাই।
বিষ্ণুপ্রিয়া গো----
বিষ্ণুপ্রিয়া গো, আমি চলে যাই --
আমি চলে যাই --

কেমনে বুঝাব কাকে, জ্বলিয়াছি শ্যামরাগে
শ্যামরসে নয়ন ভিজাই।
রাধার বিরহ লয়ে, কৃষ্ণাঙ্গ গৌরাঙ্গ হয়ে
হরিনামে পরাণ বিতাই।

BANGLADARSHAN.COM

ঘরে কি রহিতে পারে --
কৃষ্ণ সাপ কাটে যারে
শ্যামবিষে জ্বরেছে নিমাই।
শোন হে নদিয়াবাসী, আমি কৃষ্ণ অভিলাষী
সে পরশমণি কোথা পাই।
বিষ্ণুপ্রিয়া গো----
বিষ্ণুপ্রিয়া গো, আমি চলে যাই --
আমি চলে যাই --

বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা
দূর নীলিমায় ওঠে চাঁদ বাঁকা।
শুধু এই পথ চেয়ে থাকা
ভাল কি লাগে।

বাতাসের ফাল্গুনী গান
ভরে তোলে আঙিনা বিতান।
দুলে উঠে মাধবীর প্রাণ
কি অনুরাগে, কি অনুরাগে।

কপোতের বুকে ঐ কত সুখে কপোতী ঘুমায়।
লীলা ছলে বনলতা কি সোহাগে তরুরে জড়ায়।

ফেলে আসা দুটি কথা তার
ভোলা শুধু হলো না আমার।
একা থাকা এতো যে ব্যাথার
বুঝি নি আগে, বুঝি নি আগে।

BANGODARSHAN.COM

বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা
দূর নীলিমায় ওঠে চাঁদ বাঁকা।
শুধু এই পথ চেয়ে থাকা
ভাল কি লাগে।

বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও।
মনের মাঝেতে চিরদিন
তাকে ডেকে নিও।
ভুলো না তারে ডেকে নিতে তুমি।
বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও।
মনের মাঝেতে চিরদিন
তাকে ডেকে নিও।
ভুলো না তারে ডেকে নিতে তুমি।
বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও।

খুশির খেয়ালে পাল তুলে যেও চিরদিন।
হাসি আর গানে শোধ করে যেও যত ঋণ।
স্মৃতির পটেতে যত
ব্যথা আছে ভুলে যেও।
ভুলো না তারে ডেকে নিতে তুমি।
বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও।
মনের মাঝেতে চিরদিন
তাকে ডেকে নিও।

সমুখে রয়েছে পথ চলে যাও চলে যাও।
পিছনে যা কিছু টানে ফেলে যাও ফেলে যাও।
সমুখে রয়েছে পথ চলে যাও চলে যাও।
পিছনে যা কিছু টানে ফেলে যাও ফেলে যাও।

BANGLADARSHAN.COM

আলোর পরশে ভোর হয়ে যাবে এই রাত।
কোন দিন ভুলে ছেড় নাক তুমি এই হাত।
ভুল হারানো দিনে তাকে তুমি সাথে নিও।
ভুলো না তারে ডেকে নিতে তুমি।
বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও।
মনের মাঝেতে চিরদিন তাকে ডেকে নিও
ভুলো না তারে ডেকে নিতে তুমি।
বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও।
মনের মাঝেতে চিরদিন তাকে ডেকে নিও।
ভুলো না তারে ডেকে নিতে তুমি।
বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও।

বসে আছি পথ চেয়ে ফাগুনের গান গেয়ে
যত ভাবি ভুলে যাবো মন মানে না।

বেদনার শতদলে স্মৃতির সুরভি জ্বলে
নিশীথের মন বিনা সুর জানে না।
যত ভাবি ভুলে যাবো মন মানে না।

আজ তুমি নেই সাথে ভুলে থাকা ছলনাতে
মনে মনে ভাবি শুধু তোমারি কথা।
পাওয়া না পাওয়ার মাঝে
অচেনার সুর বাজে সুরভিত বিরহের মর্ম ব্যথা।

BANGODARSHAN.COM

তুমি ওগো তুমি মোরে বেঁধেছ যে মায়া ডোরে
সে বাঁধনে দু'নয়নে ঘুম আসেনা।
যত ভাবি ভুলে যাবো মন মানে না।

ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ সাথে আছে করবে বল কি?
ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ সাথে আছে করবে বল কি?

ওই বাঁশ বাগানের পাশ দিয়ে শ্যাওড়া গাছের তলা দিয়ে
নিঝুম রাতে হাট ফেরতা গাইছে মিতের পো।
ওই বাঁশ বাগানের পাশ দিয়ে শ্যাওড়া গাছের তলা দিয়ে
নিঝুম রাতে হাট ফেরতা গাইছে মিতের পো।
ভূতের ভয়ে গা ছমছম, বুক দুরদুর করে হরদম
জোনাক জ্বলে শেয়াল ডাকে কুকুর ভোকে ভৌ।
যত ভয় বাড়ে সে গলা ছাড়ে,
ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ সাথে আছে করবে বল কি?

ভূত পেত্নী রাক্ষসদল জিন হুর পরী
বেক্ষদত্যি রাম নামেতে কাঁপে থরথরি।
সেই বীরের কাহিনী বল কে না জানে
রামের পাঁচালী বল কে না জানে।
সেই বীরের কাহিনী বল কে না জানে
রামের পাঁচালী বল কে না জানে।
ওই সুপুরি গাছের মাথা ছুঁয়ে বইছে বাতাস ঝাঁকি দিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

একলা পথে ইলশা হাতে ফিরছে মিতের পো।
ওই সুপুরি গাছের মাথা ছুঁয়ে বইছে বাতাস ঝাঁকি দিয়ে
একলা পথে ইলশা হাতে ফিরছে মিতের পো।
কাঁচা মাছের গন্ধ পেয়ে ঘুঠঘুটিয়ে কাছে গিয়ে
নাকি সুরে দেয় বুঝি ডাক, মাছ দিয়ে যাও ও!
যত ভয় বাড়ে সে গলা ছাড়ে।
ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ সাথে আছে করবে বল কি?
ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ সাথে আছে করবে বল কি?

মাগো আমরা তোমার
শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা আমরা
প্রতিবাদ করতে জানি।

আমরা হারবো না হারবো না
তোমার মাটি একটি কণাও ছাড়বো না
আমরা পাঁজর দিয়ে দূর্গ ঘাঁটি গড়তে জানি
তোমার ভয় নেই মা আমরা
প্রতিবাদ করতে জানি।

দুর্বলতায় বাঁচতে শুধু জানবো না
আমরা চিরদিনই হাসি মুখে মরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা আমরা
প্রতিবাদ করতে জানি।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা অপমান সইবো না
ভীরুর মত ঘরের কোনে রইবো না
আমরা আকাশ থেকে বজ্র হয়ে ঝরতে জানি।
তোমার ভয় নেই মা আমরা
প্রতিবাদ করতে জানি।

মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি।
সেই সুরে মনে হয় তোমারেই জানি আমি জানি।

মালতী বলে ওগো মিতা, আমি যে তোমারই জান কি তা।
প্রাণের পরশ দাও আনি, ---- আনি।
তোমারেই জানি আমি জানি।
মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি।

শুধু গান শুধু হাসি, এই নিয়ে সারাবেলা চলে আজ ফাগুনের খেলা।
শুধু গান শুধু হাসি,
মালতী বলে ওগো প্রিয় এ লগন হোক স্মরণীয়
শোনাও শপথের বাণী, ---বাণী।
শোনাও শপথের বাণী,
তোমারেই জানি আমি ---- জানি।
মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি।
সেই সুরে মনে হয় তোমারেই জানি আমি জানি।

BANGLARSHAN.COM

মেঘ কালো আঁধার কালো
আর কলঙ্ক যে কালো
যেই কালিতে বিনোদিনী
হারালো তার কুল।
তার চেয়েও কালো কন্যা
তোমার মাথার চুল।

কাশ যে সাদা ধেনু সাদা
আর সাদা খেয়ার পাল
সাদা যে ওই স্বপ্ন মাখা
রাজহংসের পাখা।
তার চেয়েও সাদা কন্যা,
তোমার হাতের শাঁখা।

লজ্জা রাঙা সিঁদুর রাঙা
আর রাঙা কৃষ্ণচূড়া
রাঙা যে গো সাঁঝ আকাশে
ওই যে অস্তরাগ।
কন্যা, সবার চেয়েও রাঙা তোমার -
আলতার ঐ দাগ।

শস্য সবুজ পাতা সবুজ
আর সবুজ টিয়া পাখি।
দুর্বা সবুজ তার সাথে যে
চির সবুজ বন।
সবার চেয়েও সবুজ, কন্যা,
তোমার অবুঝ মন।

BANGLADARSHAN.COM

মৌ বনে আজ মৌ জমেছে বৌ কথা কও ডাকে।
মৌমাছিরা আর কি দূরে থাকে।

অঙ্গ ভরা রঙ্গ ঝরা এ এক নতুন বেলায়
আমারে আজ কে আর ধরে রাখে।

ও ও ও ও ও ------
নতুন নতুন সুরে পাখীরা গায়।
নতুন নতুন ফুলে রঙ ভরে যায়।
তাদের ঘিরে প্রজাপতি পাখায় স্বপ্ন আঁকে।
মৌমাছিরা আর কি দূরে থাকে।

ও ও ও ও ও ------
নতুন নতুন খুশী হৃদয়ে পাই।
নতুন নতুন পথে আজ কোথা যাই।
উঁকি দিল সূর্য সোনা ভাঙা মেঘের ফাঁকে।
আর নতুন কিছু পাব এবার জীবন পথের বাঁকে।
মৌমাছিরা আর কি দূরে থাকে।

মুছে যাওয়া দিনগুলি
আমায় যে পিছু ডাকে।
স্মৃতি যেন আমার এ হৃদয়ের
বেদনার রঙে রঙে ছবি আঁকে।

BANGODARSHAN.COM

মনে পড়ে যায় - মনে পড়ে যায়
মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দেখার স্মৃতি।
মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি।
দুজনার দুটি পথ মিশে গেল এক হয়ে নতুন পথের বাঁকে।
মুছে যাওয়া দিনগুলি
আমায় যে পিছু ডাকে।
স্মৃতি যেন আমার এ হৃদয়ের
বেদনার রঙে রঙে ছবি আঁকে।

সে এক নতুন দেশে
দিনগুলি ছিল যে মুখর কত গানে
সেই সুর কাঁদে আজি আমার প্রাণে।
ভেঙ্গে গেছে হায়, ভেঙ্গে গেছে হায়;
ভেঙ্গে গেছে আজ সেই মধুর মিলন মেলা,
ভেঙ্গে গেছে আজ সেই হাসি আর রঙের খেলা।
কোথায় কখন কবে কোন তারা ঝরে গেল
আকাশ কি মনে রাখে।
মুছে যাওয়া দিনগুলি
আমায় যে পিছু ডাকে।
স্মৃতি যেন আমার এ হৃদয়ের
বেদনার রঙে রঙে ছবি আঁকে।

মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে
যার চোখ তাকে আর মনে পড়ে না।
চেয়ে চেয়ে কত রাত দিন কেটে গেছে
আর কোন চোখ তবু মনে ধরে না।

BANGODARSHAN.COM

হৃদয়ের শাখা ধরে নাড়া দিয়ে গেছে,
ঝুরঝুর ঝরে গেছে কামনার ফুল।
মালা গেথে কবে থেকে নিয়ে বসে আছি,
আবার কখনও যদি করে সেই ভুল,
ভুলেও কভু তো সে ভুল করে না।

যেতে যেতে গানখানি পিছে ফেলে গেছে
ছমছম নুপূরের সকরুণ সুর।
শিকলে বাধিতে তারে চেয়েছিনু বুঝি
শিকল চরণে তার হয়েছে নুপূর।
ধরারও বাঁধনে সে তো ধরা পড়ে না।

যাবার আগে কিছু বলে গেলে না
নীরবে শুধু রইলে চেয়ে।
কিছু কি বলার ছিল না।

তখনো বসন্ত শেষ চৈত্রের বেলা।
তখনো বাতাস আঁচলে করে যে খেলা।
তখনো পাখির গানে সাজানো ফুলের মেলা।
ওদের ঐ উচ্ছ্বাস এতটুকু তুমি কি গো
তোমার হৃদয়ে পেলে না।

এত কি অভিমান, ভুল বোঝা বল কত।
কিসের বেদনাতে প্রেমকে কাঁদালে অত।
কিসের অহংকারে এখনো আগের মত
আমার এই প্রশ্নের কোনই জবাব তুমি
এখনো আমাকে দিলে না।

BANGODARSHAN.COM

যে বাঁশি ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বল?
কেন আর মিছেই তারে সুরের খেয়া বাইতে বল?

আজ সোনার খাঁচায় বন্দী পাখির কণ্ঠে যে নেই সুর,
আজ যেন সেই বনের ছায়া সে তো অনেক দূর,
তারে হারিয়ে যাওয়া ফাগুনেরে ফিরে কেন চাইতে বল?

একদা সুরে সুরে, দিত যে হৃদয় ভরে ,
দেখ তার গানের বীণা ধূলায় পড়ে।

আজ সব হারানোর নীরব ব্যথায় কাঁদে গো যার প্রাণ,
বলো ওগো কেমন করে গাইবে সে তার গান,
মিছে ফাগুন বেলার হাসিতে তার সুরের ভুবন ছাইতে বল।

যে বাঁশি ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বল?
যে বাঁশি ভেঙে গেছে।

যদি কোনদিন ঝরা বকুলের গন্ধে হও তুমি আনমনা,
জেনো ওগো গরবিনী, সে নহে সুরভি,
সে যেন গো এই মিলন তিথির কামনা।

রাত জাগা এক পাখি
হয়তো সেদিন হারানো সাথীরে কাঁদিয়া ফিরিবে ডাকি।
সে নহে কূজন, সে যেন গো এই মিলন তিথির কামনা।
উতলা মাধবী রাতে স্মৃতি যদি ব্যথা আনে
(তুমি) কেঁদো না গো অভিমানে।

BANGLADARSHAN.COM

যদি কোন অবসরে
কিছু ব্যথা আর কিছু গান নিয়ে বাতাস বিলাপ করে।
সে নহে রোদন, সে যেন গো এই মিলন তিথির কামনা।
যদি কোনদিন ঝরা বকুলের গন্ধে হও তুমি আনমনা,
জেনো ওগো গরবিনী, সে নহে সুরভি,
সে যেন গো এই মিলন তিথির কামনা।

যদি জানতে চাও তুমি এ ব্যথা আমার কতটুকু
তবে বন্দী করা কোনো পাখির কাছে জেনে নিও।
যদি দেখতে চাও আমার ভিজে যাওয়া চোখ দু'টো
তবে জলে ডোবা কোনো পদ্মফুল দেখে নিও।

প্রশ্ন করোনা আগ্নেয়গিরিকে
কেন সে ঘুমিয়ে আজ আছে।
জবাব পাবে কি তার কাছে?
তবু ডানা ভাঙা ভ্রমরকে হাতে ধরে তুলে তুমি রেখে দিও।

গুনতে চেয়োনা আকাশের তারা
শেষ খুঁজে তার পাবে না।
আমার ব্যথাও গোনা যাবে না।
নয়আমাদের পরিচয় ভোরের কুয়াশা দিয়ে ঢেকে দিও। ,

জানতে চাও তুমি এ ব্যথা আমার কতটুকু
তবে বন্দী করা কোনো পাখির কাছে জেনে নিও।
যদি দেখতে চাও আমার ভিজে যাওয়া চোখ দু'টো
তবে জলে ডোবা কোনো পদ্মফুল দেখে নিও।

BANGLADARSHAN.COM

যদি ভাব এ তো খেলা নয়
ভুল সে তো শুরুতেই।
না ফুটিতেই ফুল যদি ঝরে যায়
কাঁদ শ্রাবণের কাঁদনে।

যদি শোনো হাওয়ায় কথা বলে
কে জানে সে কার অভিমান।
না জ্বলিতে দীপ যদি নিভে যায়
শুরুতেই হোক অবসান।

যদি দেখ নীড় ভেঙে দিতে ---২
আকাশেও আসে ঝড়।
মনে করো কোনো বালুচরে তুমি
বেঁধেছিলে এই খেলাঘর।

রূপ সাগরে ডুব দিয়ে কোন রূপসী যায়।
রূপ সাগরে ডুব দিয়ে কোন রূপসী যায়।
আকাশে তার মন ভাসে ছোঁয় না মাটি পায়।
ঢেউ খেলে তনুতে তার চোখ উদাসী চায়।
রূপ সাগরে ডুব দিয়ে কোন রূপসী যায়।

রূপ নিয়ে তার সাধ মেটে না, রূপ দেখে দিন যায় বয়ে।
আপনাতে আপনি শুধু রয় সে যে বিভোর হয়ে।
একটি ফোটা ফুল যেন সে ধুধু সাহারায়।
রূপ সাগরে ডুব দিয়ে কোন রূপসী যায়।

হায় রূপের গরবিনী লগ্ন যদি যায় চলে।
দিন গেলে দিন আর আসে না নাম হারা এক ফুল বলে।

BANGLADARS.COM

দেখ নি কি শীতের হাওয়ায় সবুজ পাতা যায় ঝড়ে।---২
রিক্ত সবুজ তখন কি আর মন ভোলান রূপ ধরে।

রূপ দিয়ে অরূপ রতন বেঁধে রাখা দায়।
রূপ সাগরে ডুব দিয়ে কোন রূপসী যায়।
আকাশে তার মন ভাসে ছোঁয় না মাটি পায়।
ঢেউ খেলে তনুতে তার চোখ উদাসী চায়।
রূপ সাগরে ডুব দিয়ে কোন রূপসী যায়।

লাজবতী নূপুরের রিনি ঝিনি ঝিনি
ভাল লাগে যদি তবে দাম দিয়ে কিনি
ভেবো না ভেবোনা বেশি তো নেবো না
বেহিসেবী ভালোবেসে হব না ঋণী।

জীবনটা আমি বলি উৎসব
একমুঠো জলসার কলরব;
ভেবো না ভেবো না, বেশি তো নেবো না,
মায়াপুরী মনে মোর এস মায়াবিনী।

উড়ন্ত সময়ের সঙ্গে আমার
নেইকো চুক্তি তাই একটু থামার
কোথাও থামার।

ভাবনার ভীরু ঘর ফেলে তাই
খেয়ালের রাজপথে ছুটে যাই
ভেবো না ভেবো না, বেশীতো নেবো না।
সোহাগিনী হয়ে এসো লীলা বিহারিনী।

BANGLADARSHAN.COM

শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি, ---২
একটু হাওয়া নাই জল যে আয়না তাই,
ঝিম ধরেছে ঝিম ধরেছে গাছের পাতায়
পাল গুটিয়ে থমকে গেছে ছোট্ট তরীটি।
আহা ছোট্ট তরীটি।
শান্ত নদীটি।

ভরছে গাগরী যাচ্ছে যে নিয়ে
গন্ধ বাতাসে ভরল যে মেয়ে।
ভরছে গাগরী যাচ্ছে যে নিয়ে
গন্ধ বাতাসে ভরল যে মেয়ে।
ক্লান্ত সুরে ডাকছে দূরে ঘুঘু পাখীটি।
আহা ঘুঘু পাখীটি।
শান্ত নদীটি।

দুষ্টু ছেলেটা গরমে ঘামে।
নদীর ঘাটে জলেতে নামে।
আহা গরমে ঘামে।
জমছে কালো মেঘ অন্ধকার ঘনায়
তাই দেখে মাঝি আকাশে তাকায়।
জমছে কালো মেঘ অন্ধকার ঘনায়
তাই দেখে মাঝি আকাশে তাকায়।
রুদ্র ঝড়ে উঠল নড়ে স্তব্ধ প্রকৃতি। ---২
আহা স্তব্ধ প্রকৃতি।
শান্ত নদীটি।

শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি,
একটু হাওয়া নাই জল যে আয়না তাই,
ঝিম ধরেছে ঝিম ধরেছে গাছের পাতায়
পাল গুটিয়ে থমকে গেছে ছোট্ট তরীটি।
আহা ছোট্ট তরীটি।

BANGLADARSHAN.COM

শান্ত নদীটি।
শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি,
শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি,

শোন বন্ধু শোন
প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা।
ইটের পাঁজরে, লোহার খাঁচায়
দারুণ মর্মব্যথা।

এখানে আকাশ নেই
এখানে বাতাস নেই।

এখানে অন্ধ গলির নরকে
মুক্তির আকুলতা।

জীবনের ফুল মুকুলেই ঝরে
সুকঠিন ফুটপাতে।
অতি সঞ্চয়ী ক্রুর দানবের
উদ্ধত পদাঘাতে।

এখানে শান্তি নেই
এখানে স্বস্তি নেই।

প্রাসাদ-নগরী যেন বিলাসের
নিদারুণ রসিকতা।

BANGLADARSHAN.COM

শোন শোন মর্ত্যবাসী, শোন গো সবাই,
দশভূজা মাতৃপূজার গীতিকথা গাই।
মায়াময় এ সংসারে নিলে যদি ভাই।
মহামায়া বিনা যে গো অন্য গতি নাই।
দশভূজা মাতৃপূজার গীতিকথা গাই। --- ২

শরতের পুণ্যালোকে ভরিলে ভুবন।
শুরু হয় জননীর পূজার লগন।
শুভদিনে মাটি তুলে কর আয়োজন।
মৃত্তিকায় হয় মার প্রতিমা গঠন।
মায়াময় এ সংসারে নিলে যদি ভাই।
মহামায়া বিনা যে গো কোন গতি নাই।

সযতনে মাকে গড়ি আঁকি ত্রিনয়ন।
শুক্লাষষ্ঠী সন্ধ্যাকালে কর হে বোধন।
সপ্তমীতে নবপত্র করিয়া স্থাপন।
ভক্তিভরে মাতৃপূজা কর ভক্তজন।

অষ্টমীতে নবমীতে যত অভাজন।
মার পায়ে দুঃখ সুখ কর নিবেদন।
দশমীতে জননীকে করিয়া বরণ।
আবার আসিও বলে দিও বিসর্জন।
আবার আসিও বলে দিও বিসর্জন। --- ২

BANGODARSHAN.COM

সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায়।
তুমি ভোরের বেলা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে,
কৃষ্ণচূড়ার ওই ফুলভরা গাছটার নীচে।
আমি কৃষ্ণচূড়ার সেই স্বপ্ন কি আহা দুচোখ ভরে দেখে গেলাম।
সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায়
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ

তুমি চলতে চলতে থমকে গেলে কেন কে জানে ---২
আমার মনটা ছড়ানো ছিল যেখানে ---২
আমি দেখলাম শুধু দেখলাম আর চোখের কান্না কেঁদে গেলাম।
সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায়।
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ

কথা খুঁজতে খুঁজতে ভুলতে হলো কথা আমাকে ---২
আমার কিছুই হল না বলা তোমাকে।
শুধু বুঝলাম, আমি বুঝলাম, এক নতুন বেদনা খুঁজে পেলাম।
সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায়।
তুমি ভোরের বেলা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে,
কৃষ্ণচূড়ার ওই ফুলভরা গাছটার নীচে।
আমি কৃষ্ণচূড়ার সেই স্বপ্ন কি আহা দুচোখ ভরে দেখে গেলাম।
সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায় ---

সব কথা বলা হলো
বাকি রয়ে গেল শুধু বলিতে
যে কথা মনের কথা
কতবার থেমে গেছি
বলিতে বলিতে বলিতে বলিতে।

BANGLADARSHAN.COM

সব পথ শেষ হলো
আর বাকি নাই পথ চলিতে
তোমার আঙিনাটুকু
পার হতে থেমে গেছি
কতবার চলিতে চলিতে চলিতে।

সব পাখি গান গায়
সব পাখি দিন শেষে
ফেরে গো কুলায়।
পুড়ে মরে সারাদিন
আকাশে আকাশে
আমার মনের পাখি,
কোনোদিন ফিরে না খাঁচায়।

সব কথা শোনা হলো
বাকি রয়ে গেল শুধু শুনিতে।
যে কথা মনের কথা
কতবার হারায়েছি
শুনিতে শুনিতে শুনিতে শুনিতে।

যারে চাই সেও নাই
আমার মনের আর
কোনো খোঁজ নাই।
ফিরবে না কোনোদিন
ডেকোনা ডেকোনা
নতুন আকাশ পেয়ে
আজ বুঝি ভুলেছে আমায়।
সব কথা বোঝা গেল
এইটুকু পারিনি তো বুঝিতে।
অবুঝ মনের পিছে
এ জীবন গেল কি যে
খুঁজিতে খুঁজিতে খুঁজিতে খুঁজিতে।

BANGLADARSHAN.COM

সবাই চলে গেছে।
শুধু একটি মাধবী তুমি এখনোতো ঠিকই ফুটে আছ।

কেন?
কত আর চেয়ে চেয়ে দেখে যাবে আমার
চোখের জলের একাকার।

হাওয়া নেই, রাত নেই,
হায় দিনও যে মেঘে ঢেকে গেছে,
শুধু একরাশ ব্যথা রেখে গেছে
এখন, একটি মাধবী তুমি তোমার চোখের করুণা দিয়ে
আজ কতটুকু ভরাবে বলো আমায়?

একা একা বেশ আছি কেউ নেই।
তাই, কারো তরে অজস্র চিন্তার ঢেউ নেই।

তুমিও যদি চাও আজ আমাকে ছেড়ে যেতে পার
আমি চাই যে একেলা হতে আরো
এখন একটি মাধবী তুমি তোমার অসীম করুণা দিয়ে আর
মায়াভরা বাঁধনে বেঁধো নাকো আর।

BANGLADARSTIAN.COM

স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়,
সে আবেশে আমি তাই গান গেয়ে যাই।
চাঁদের মিতা যে ওই মধু জোছনা
চকোরী কেন বোঝনা।
আমার দোসর আজ বুঝি বেদনা
স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়।

ও বাতাস বলে যাও
পিয়া মোর রয়েছে কোথায়।
কবরীর গন্ধ এনে দাও।
অনুরাগে রাঙা তার ছোঁয়া যদি পাই।
স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়
সে আবেশে আমি তাই গান গেয়ে যাই।

সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা
আমায় করেছো একি চঞ্চল -
বিহ্বল দিশাহারা।

অরুণাচলের বুকে
তুমি জাগালে দীপ্ত মুখে
মহা তমসায় আলোর ঝর্ণাধারা --
আমি বিহ্বল দিশাহারা।

নব চেতনার রক্তকমল দলে
অগ্নি ভ্রমর দিগন্তে জাগে রাগিণীর পরিমলে।

মিছে হল অভিশাপ
মোর জীবনের সন্তাপ।

BANGLADARSHAN.COM

গত রজনীর অশ্রু তিমির
ভেঙ্গেছো অন্ধ কারা।

আমি বিহ্বল দিশাহারা।

সূর্য ডোবার পালা
আসে যদি আসুক, বেশ তো;
গোধুলির রঙে হবে
এ ধরণী স্বপ্নের দেশ তো।
বেশ তো, বেশ তো।

তারপরে পৃথিবীতে
আঁধারের ধূপছায়া নামবে,
মৌমাছি ফিরে গেলে
জানি তার গুঞ্জন থামবে।
সে আঁধার নামুক না
গুঞ্জন থামুক না
গানে তবু রবে তার রেশ তো;
বেশ তো, বেশ তো।

তারপরে সারা রাত
দুজনে একা একা ভাববো
হৃদয়ের লিপিকাতে
কে যেন লিখেছে এক কাব্য।

জোনাকিরা দীপ জ্বেলে
আমাদের সাথে রাত জাগবে;
দুটি প্রাণে চুপে চুপে
নতুন সে সুর এক লাগবে।

BANGLADARSHAN.COM

জোনাকিরা জাগুক না
প্রাণে সুর লাগুক না
পাওয়াতে চাওয়ার হবে শেষ তো;
বেশ তো, বেশ তো।

হাজার বছর ধরে কত নদী প্রান্তর পেরিয়ে এলাম
এ চলার মানে তবু বোঝা গেল না।----২
আমি হারিয়ে গেলাম আমি হারিয়ে গেলাম।

ঘুর্ণি হাওয়ার মত যত ঝরা পাতা নিয়ে ঘুরে মরে মন।
যার পথ চেয়ে বসে আছি চলে গেছে সে এসে কখন।
এত কাছে পেয়ে তাকে চেনা গেল না।
এ চলার মানে তবু বোঝা গেল না।
আমি হারিয়ে গেলাম আমি হারিয়ে গেলাম।
হাজার বছর ধরে কত নদী প্রান্তর পেরিয়ে এলাম।

সরে গেছে কত পথ বয়ে গেছে কতটা সময়।
কি হবে তা জেনে নিয়ে সব দিয়ে তার বিনিময়।
যদি এসে কোন দিন খোঁজে কেউ ডাক দিয়ে দিয়ে।
বোলো হিসাব মিলিয়ে গেছে ঘর নীড় দিয়ে।
কত কিছু পেয়ে কিছু পাওয়া হল না।---২
এ চলার মানে তবু বোঝা গেল না।
আমি হারিয়ে গেলাম আমি হারিয়ে গেলাম।

BANGLADARSHAN.COM

হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।---২
কোপাই নদীর জলে কথা ভেসে যায় রে।
হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।

যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশে হয় বাঁশী।
বাঁশবাড়ীর বাঁশগুলিরে তাই তো ভালবাসি।
বাঁশের বেড়ের ঝাঁপি কেটে ভাঙলে মিলিটারি।
কাহাড়েরা হায় রে বিধি হলো ভ্রমণকারী।
দুঃখের কথা ও ভাই বলব কারে হায়।
কোপাই নদীর জলে কথা ভেসে যায় রে।
হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।

যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে যে ভাঙে সে গড়ে।
ভাঙা গড়ার কারখানাতে দেখলাম উঁকি মেরে।
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই রে।
জল ফেলিতে নাই ও চোখে জল ফেলিতে নাই।
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই রে।
জল ফেলিতে নাই ও চোখে জল ফেলিতে নাই।
বিধাতা গুরুর খেলা দেখে যা রে ভাই।
কোপাই নদীর জলে কথা ভেসে যায় রে।
হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।

BANGODARSHAN.COM